ঐশ-করুণার বার্তা ও ভক্তি

প্রকাশনার ৮৩ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪ ❖ ২৩ - ২৯ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

মাহে রমজানের ফজিলত ও কর্তব্য

ঐশ-করুণার যিশু প্রেমময় ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ

তোমরা অমর

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদেরকে ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশিরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই	:	প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে	:	সিস্টার মেরী আরতি এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ	:	মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই	:	নিতা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিভাস রোজারিও
পুতি-পুতিন	:	শুভ্র, জেনিফার, মাথিল্ডা, সাইনী, এভারলি ও শুভন

উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ /১৩৭/২৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত মাইকেল পেরেরা
জন্ম : ৯ এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২২ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

প্রয়াত আশালতা পালমা
জন্ম : ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : চড়াখোলা (ফড়িংবাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

শাশ্বত মুক্তি লাভের আশায় বাবা-মা তোমরা এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছ। আমরা বিশ্বাস করি পরম পিতার কোলে মহাশান্তিতে আছ। ব্যথিত হৃদয় আজো তোমাদের খুঁজে ফিরে, তোমাদের উপস্থিতি আজও আমরা উপলব্ধি করি। অনেক ভালোবাসার জালে আমাদের জড়িয়ে গেলে। তাই তোমাদের স্মৃতি আজও বহন করে চলছি। তোমাদের সেই সরলতা, নির্মল হাসি, স্বল্পভাষিতা, কঠোর শ্রম, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। নয়জন সন্তানকে অতি কষ্টে মানুষ করেছিলে তোমাদের ভালোবাসা দিয়ে। তাই তোমাদের জীবনের জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের সন্তানেরা, মেয়ে জামাই, নাতী-নাতনীরা একসাথে বাড়িতে আসলে, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলে সবচেয়ে খুশি হতে তোমরা। তোমাদের সেই ইচ্ছা আমরা পালন করতে চেষ্টা করে চলেছি। স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর আমরা যেন সর্বদা তোমাদের আদর্শে সবার সাথে মিলেমিশে আনন্দে ও ভালোবাসায় জীবন-যাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁরই কোলে অনন্তকালের জন্য স্থান দিন এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

বাবা-মা'র মৃত্যুকালে যারা প্রার্থনা করেছেন, বিশেষ করে ফাদারগণ বাবা-মা'র আত্মার কল্যাণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

ছেলেরা, মেয়েরা, ছেলে বউয়েরা, মেয়ে জামাইরা
নাতী ও নাতী বউ : মারভিন-রোজী, জ্যাকসন, জয়, দীপ, হৃদয়-জেরিন, রত্ন, স্বারক, অর্ক, অগ্নি
নাতনী ও নাত জামাই : সুমি-প্রদীপ, মৌসুমি-কল্যাণ, জ্যাকলিন, মৌরী-দীপু, সিন্ডি-সিলভেস্টার, জেসি, স্বর্ণা, হৃদি, দ্রোহি, গ্লোরিয়া ও হৃদিতা।

বিজ্ঞ/১৩৬/২৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৩, সংখ্যা : ১৪
২৩ - ২৯ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
১০ - ১৬ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ঐশ করুণার পর্ব ও ঈদুল ফিতর উৎসব

সারাবিশ্বের খ্রিস্টানগণ তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'যিশুর পুনরুত্থান বা ইস্টার সানডে' মহানন্দে পালন করেছে গত ৯ এপ্রিল। ঐ সময়টিতে মুসলিম ভাই-বোনেরা রোজা ও সিয়াম সাধনা করে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তাদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব 'ঈদুল ফিতর' উদ্‌যাপনের। শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা দিলে ২২/২৩ এপ্রিল ঈদ হবে এবার। তবে এ বছর এই ঈদ ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে খ্রিস্টানগণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যে 'ঐশ করুণার পর্ব' পালন করছে। এ পর্ব পালনের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের নয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন পোপ ২য় জন পল ধন্যা ফস্টিনাকে সাধ্বী শ্রেণীভূক্ত করেন এবং পুনরুত্থান কালের ২য় রবিবারকে 'ঐশ করুণার রবিবার' হিসেবে ঘোষণা দিয়ে তা যথাযথভাবে পালনের আহ্বান রাখেন।

ঐশ করুণার পার্বণ সকল মানুষের জন্য করুণা লাভের সময়। ঐশ করুণার মূলকথা হলো ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। সবাইকেই ভালোবাসেন। আমাদের পাপ কতো বড় তা গণণায় আনেন না। তিনি চান আমরা যেন উপলব্ধি করি ঈশ্বরের দয়া আমাদের পাপ থেকে মহৎ। তাঁর উপর আস্থা রেখে তাঁকে ডাকি, তাঁর দয়া গ্রহণ করি এবং আমাদের মধ্যদিয়ে সেই দয়া অন্যদের সাথে প্রবাহিত করি। ঐশ করুণা আমাদেরকে আহ্বান করে মনের অহংকার, জেদ ত্যাগ করে বিনম্র হয়ে যিশুতে নির্ভর করতে। যিশু নির্ভর জীবন সহজেই নিজ জীবনে ঈশ্বরের মহাকাজগুলো দেখতে পায়। এ মহাকাজগুলো বিভিন্ন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যদিয়েই আমাদের জীবনে সংগঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন মানুষের এ সকল সহযোগিতা ঈশ্বরের দয়া বা অনুগ্রহেরই প্রকাশ। তাই প্রতিনিয়ত ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের দয়াতে সচেতনভাবে সাড়া দিতে পারি।

সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপায় এক মাস সিয়াম সাধনা শেষ করে পবিত্র ঈদুল ফিতর আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে। অন্যান্য উৎসব থেকে ঈদের পার্থক্য হলো- সবাই এর অংশীদার। সবার মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যে রয়েছে অপার আনন্দ। ঈদের দিন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এককাতারে শামিল হয়ে মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি কামনা করে। ঈদের আগের এক মাস সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা হয়। অপরের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে সচেষ্ট হয়। রোজার প্রধান লক্ষ্য ত্যাগ ও সংযম। তাই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে তা হবে সবার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বাস্তবতায় দেখি, রোজার মাসেই ব্যবসায়ীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারসাজি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটানো, পরিবহন ও যানবাহনে নৈরাজ্য, সঠিক সময়ে মজুরি না দেওয়া ইত্যাদি নানা রকমের অসঙ্গতি। ফলশ্রুতিতে বেশ বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠী ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

ঈদুল ফিতর আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জীবনে সর্বস্তরের মানুষকে আলিঙ্গন করার পাশাপাশি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, নিঃস্ব, এতিম, অবহেলিত এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নদের সাথে উৎসব ভাগ করে নেওয়ার। যার মাধ্যমে সামাজিক সংহতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। ঈদ মানে সকল ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আলিঙ্গণ করা।

ধর্মীয় উৎসব কিংবা অন্য যে কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক উৎসবের মূলে রয়েছে কল্যাণ কামনা এবং শুভবোধ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা উচ্চারণ করি শুভ, সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণের মন্ত্র। সেই মন্ত্রের বলে আমরা যেন অশুভ শক্তি বিনাশের মাধ্যমে সবার হৃদয়ে মানবধর্ম এবং মানবিক মূল্যবোধের উদ্বোধন ঘটাতে পারি, আজকের দিনে আমাদের সেটাই হোক প্রার্থনা। সভ্যতার অগ্রযাত্রা সুর বা শুভ, সত্য এবং সুন্দর প্রতিষ্ঠার সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ঐক্য ও শান্তি আমরা উৎসবের দিনগুলোয় দেখাতে পারি, তাকে কেন নিত্যদিনের বিষয়ে পরিণত করতে পারব না? যদি ছোট পরিসরে পারি, তো বড় পরিসরে, জাতীয় জীবনে একই আচরণ করতে না পারার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। ঈদ, পূজা, বড়দিন, প্রবারণা পূর্ণিমা, নববর্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমাদের সামষ্টিক জীবনে শুভবোধ চর্চার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তা সঞ্চারিত হোক সবার প্রতিদিনের জীবন-যাপনে। সকলকে ঈদ মোবারক॥ †

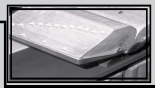

তারা একে অপরকে বললেন,'পথে তিনি যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের বুকে হৃদয় কি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল না? -লুক ২৪:৩২।

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

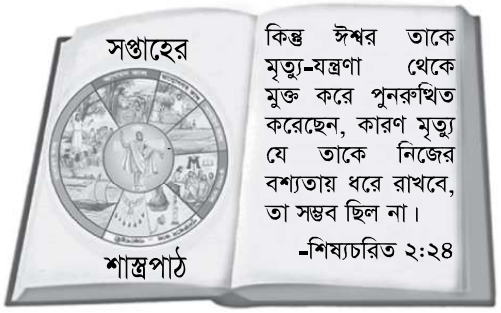

কিন্তু ঈশ্বর তাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে পুনরুত্থিত করেছেন, কারণ মৃত্যু যে তাকে নিজের বশ্যতায় ধরে রাখবে, তা সম্ভব ছিল না।

-শিষ্যচরিত ২:২৪

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ - ২২ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

১৬ এপ্রিল, রবিবার
ঐশকরুণার রবিবার
শিষ্য ২: ৪২-৪৭, সাম ১১৮: ২-৪, ১৬কখ, ১৭-১৮, ২২-২৪, ১ পিত ১: ৩-৯, যোহন ২০: ১৯-৩১

১৭ এপ্রিল, সোমবার
শিষ্য ৪: ২৩-৩১, সাম ২: ১-৩, ৪-৬, ৭-৯, যোহন ৩: ১-৮

১৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার
শিষ্য ৪: ৩২-৩৭, সাম ৯৩: ১, ২, ৫, যোহন ৩: ৭-১৫

১৯ এপ্রিল, বুধবার
শিষ্য ৫: ১৭-২৬, সাম ৩৪: ২-৯, যোহন ৩: ১৬-২১

২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
শিষ্য ৫: ২৭-৩৩, সাম ৩৪: ১, ৮, ১৫, ১৭-২০, যোহন ৩: ৩১-৩৬

২১ এপ্রিল, শুক্রবার
শিষ্য ৫: ৩৪-৪২, সাম ২৬: ১, ৪, ১৩-১৪, যোহন ৬: ১-১৫

২২ এপ্রিল, শনিবার
শিষ্য ৬: ১-৭, সাম ৩৩: ১-২, ৪-৫, ১৮-১৯, যোহন ৬: ১৬-২১

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ এপ্রিল, রবিবার
+ ১৯৯৪ সিস্টার এম. রোজ মনিকা ওয়েবার সিএসসি

১৭ এপ্রিল, সোমবার
+ ১৯৬৮ ফাদার ফিলেয়া বুলে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৯ এপ্রিল, বুধবার
+ ১৯৮৯ সিস্টার মেরী চার্লস এমসি
+ ২০০১ সিস্টার নমিতা গমেজ সিএসসি (ঢাকা)

২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৬ সিস্টার এম টমাস বেকেট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯২৬ সিস্টার এম আলফন্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৫৮ সিস্টার এম আন্ত্রয়ান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৪ সিস্টার ফের্দিনান্দা মুর্মু সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ সিস্টার মেরী ম্যাগডালিন আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০২ ফাদার আলফ্রেড পুণ্য বিশ্বাস (খুলনা)
+ ২০১১ সিস্টার মেরী লুসী পিসিপিএ
+ ২০১১ সিস্টার মেরী জন ভিয়ান্নী আরএনডিএম
+ ২০১৩ সিস্টার মেরী আলফন্সা পিসিপিএ
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী রোজ এসএমআরএ (ঢাকা)

২১ এপ্রিল, শুক্রবার
+ ১৯২৬ সিস্টার ভিক্টোয়ার আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফাদার লুকাশ মারান্ডী (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ সিস্টার জর্জ প্র্যাট সিএসসি
+ ১৯৯২ ফাদার উইলিয়াম আরভিং টিলসন এমএম
+ ২০০৪ সিস্টার এম. আডল্ফে হাজং আরএনডিএম (ঢাকা)

২২ এপ্রিল, শনিবার
+ ১৯৯১ সিস্টার হেলেন কস্তা আরএনডিএম (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার মেরী বার্নাডেট এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৮ ফাদার জর্জ পোপ সিএসসি (ঢাকা)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২৩ এর মূল্যায়ন

এবারের পুনরুত্থান সংখ্যাটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে কেননা, এবারের সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর কাগজ আগের চাইতে অনেক উন্নত মানের ছিল এবং ভেতরকার রঙিন বিজ্ঞাপনের কাগজও অনেক ভালো ছিল। তাই, প্রতিবেশী পত্রিকার সম্পাদক ও অন্যান্য যারা এর পেছনে অনেক সময় ধৈর্য ও পরিশ্রম দিয়ে কাজ করেছেন তাদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

সংখ্যাটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা বাংলাদেশ টেলিভিশন "আনন্দে মাতো সবে" এই ঘোষণাটিও অনেক সুন্দর করে প্রতিবেশীতে এবার ছাপানো হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় প্রতিবেশীর পুনরুত্থান সংখ্যা আমরা হাতে পেয়েছি ১৬ এপ্রিল রবিবার দিন। পুনরুত্থান অনুষ্ঠান, বিটিভিতে হয়েছে ৯ এপ্রিল। সংখ্যাটি পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। গানের শিল্পী এবং পরিচালিকা হিসাবে একটা সময় বিটিভির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার কারণে আমি জানি বিটিভির সময় আগে থেকে নির্ধারিত হয় না। তাই, আমি আমার একটি মতামত সহভাগিতা করতে চাই। যেহেতু, আমাদের খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান বিটিভিতে দেখানো হয়। তাই, অনুষ্ঠানটি সবাই যেন উপভোগ করতে পারে। যদি পূর্ণ শুক্রবার ও পূণ্য শনিবার পূণ্য রবিবার খ্রিস্টযাগের পরে ফাদার যখন ঘোষণা দেন তখন, অনুষ্ঠানটি কখন বিটিভিতে প্রচার হবে সেই ঘোষণাটি বলে দেন তাহলে, আমরা সবাই উপকৃত হব। আশা করি, যারা বিটিভির এই অনুষ্ঠানটি করার পেছনে অনেক সময় ধৈর্য ও পরিশ্রম দেয় তাদেরও পরবর্তীতে প্রতিবেশী পত্রিকার মাধ্যমে আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে পারব। একজন খ্রিস্টান হিসেবে আমাদের এটি দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে। আশা করি প্রতিবেশী সম্পাদক আমার এই মতামতটি বিশেষ বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি মনে করি আমার সাথে দেশে ও বিদেশের সকল খ্রিস্টান মানুষরাও উপকৃত হবে।

স্বপ্না বার্নাডেট ফ্রান্সিস
ফার্মগেট, ঢাকা।

বিশেষ ঘোষণা

সকল মুসলিম ভাই-বোনসহ সকলকে পবিত্র ঈদুল-ফিতর এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক। ঈদের ছুটির কারণে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র (৩০ এপ্রিল - ০৬ মে) সংখ্যা প্রকাশ পাবে না। তাই পরবর্তী সংখ্যা যথারীতি প্রকাশ হবে ৭ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে।

- সম্পাদক

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

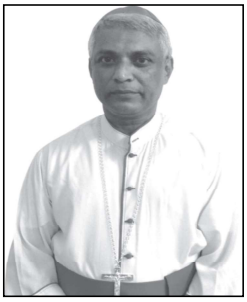

২২ এপ্রিল, ২০১৬ সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"-এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। *- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

ঐশ করুণার বার্তা এবং ভক্তি

ফাদার সৃজন এসজে

ঐশ করুণার বার্তাটি খুব সহজ। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, সকলকেই। তিনি চান যেন, আমরা তাঁকে চিনতে পারি। তাঁর করুণা আমাদের পাপের চেয়েও বড়, যাতে আমরা বিশ্বাসের সাথে তাঁকে ডাকতে পারি এবং তাঁর করুণা লাভ করতে পারি। ঐশকরুণার ধারা আমাদের মধ্যে থেকে যেন অন্যদের প্রতি প্রবাহিত হয়। আর এইভাবে, আমরা সবাই তাঁর আনন্দের সহভাগি হতে পারি। ঐশ করুণা, তার উৎস যিশুর কাছ থেকে চাইতে হবে। ঈশ্বর চান যেন আমরা বিশ্বস্ত ভাবে প্রার্থনায় তাঁর কাছে যাই। আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হই। "আমাদের এবং সমগ্র বিশ্বের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করুক" - তা যেন আমরা তার কাছে চাই।

আমরা যেন করুণাময় হই। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর করুণা লাভ করি এবং তা আমাদের মাধ্যমে অন্যদের কাছে প্রবাহিত হোক। তিনি চান যে, আমরা অন্যদের প্রতি ভালোবাসা এবং ক্ষমা প্রসারিত করি যেমন তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন। আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে যিশুতে ভরসা রাখি। ঈশ্বরের করুণার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। তার করুণার স্রোতে স্নাত হতে ঈশ্বর চান যেন আমরা তার পুত্র যিশুতে সম্পূর্ণরূপে ভরসা রাখি। আমরা যত বেশি আমাদের হৃদয়ের দরজা (ভরসা) খুলে দেব তত বেশি আমরা তার করুণা পেতে পারবো।

যিশু তোমাতে ভরসা রাখি

ঐশ করুণা ভক্তির প্রাথমিক ফোকাস হলো- ঈশ্বরের করুণাময় ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসা ও করুণাকে নিজের হৃদয়ে প্রবাহিত করতে দেওয়া, আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সাধু পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছিলেন: "ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত মানবজাতির জন্য অন্য কোন আশার উৎস নেই।" তাই যিশু নিজেই চেয়েছেন যেন আমরা তাঁর উপর একান্ত ভরসা রাখি।

এই ভক্তির সাতটি প্রধান রূপ রয়েছে

১) নির্দিষ্ট মন্ত্র সহ (যিশু তোমাতে ভরসা রাখি) ঐশ করুণার প্রতিচ্ছবি স্থাপন করা এবং ভক্তি প্রদর্শন করা।
২) রবিবার ঐশ করুণার পর্ব পালন করা।
৩) ঐশ করুণার চ্যাপলেটের আবৃত্তি করা।
৪) ঐশ করুণার নভেনা আবৃত্তি করা।
৫) করুণার মুহূর্তে দুপুর ৩টায় অথবা রাত ৩টায় স্মরণ করা।
৬) কথা, কাজ ও প্রার্থনার মাধ্যমে যিশুর করুণা প্রচার করা।
৭) সমগ্র মানবজাতির জন্য করুণার কাজে যুক্ত থাকা।

সাধ্বী মারীয়া ফস্টিনা কোওয়ালস্কা হলেন এক নম্র যন্ত্র মাত্র

মারীয়া ফস্টিনা ১৯৩০-এর দশকে পোল্যান্ডের আওয়ার লেডি অফ মার্সির কনগ্রেগেশন অফ সিস্টার্সের একটি কনভেন্টে একজন তরুণী, অশিক্ষিত সন্ন্যাসীনী ছিলেন। তিনি একটি দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লড়াই তীব্র ভাবে চলছিল। তার মাত্র তিন বছরের সাধারণ শিক্ষা ছিল। তাই কনভেন্টে সাধারণ রান্নাঘরে বা বাগানে তার কাজ ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের প্রভু যিশুর কাছ থেকে অসাধারণ দর্শন লাভ করেছিলেন। যিশু সাধ্বী ফস্টিনাকে এই অভিজ্ঞতাগুলি রেকর্ড করতে বলেছিলেন, যা তিনি নোটবুকে লিখে রেখেছিলেন। এই নোটবুকগুলি আজ সেন্ট মারীয়া ফস্টিনা কোওয়ালস্কা ডায়েরি হিসাবে পরিচিত এবং এর মধ্যে থাকা বাণীগুলিই হল ঐশ করুণার প্রেমময় বাণী।

যদিও ঐশরিক করুণা মণ্ডলীর শিক্ষায় নতুন নয়, সাধ্বী ফস্টিনার ডায়েরি একটি মহান আধ্যাত্মিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে এবং খ্রিস্টের করুণার উপর একটি শক্তিশালী এবং উল্লেখযোগ্য ফোকাস এনেছে। সাধু দ্বিতীয় জন পল ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সাধ্বী ফস্টিনাকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম সাধ্বী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সাধ্বী ফস্টিনা এবং তার ডায়েরিতে থাকা বার্তার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে, পোপ তাকে "আমাদের সময়ে ঐশ করুণার মহান প্রেরিত দূত" বলে অভিহিত করেছিলেন।

ঐশ করুণার ছবি

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে, সাধ্বী ফস্টিনা একটি দর্শনে যিশুকে দেখেছিলেন। যিশুকে সাদা পোশাক পরা এবং তাঁর ডান হাত আশীর্বাদের মুদ্রায় দেখেছিলেন। তাঁর বাম হাত হৃদয়ের দিকে স্পর্শ করছিল এবং সেখান থেকে দুটি বড় রশ্মি বের হয়েছিল। একটি লাল এবং অন্যটি ফ্যাকাশে। সে নিঃশব্দে প্রভুর দিকে তাকিয়েছিল, তার আত্মা বিস্ময়ে ভরা, কিন্তু মহা আনন্দে।

যিশু তাকে বললেন: তুমি যে ভাবে আমায় দেখ, সে ভাবে একটি ছবি অংকন করে আমার স্বাক্ষর দিও। যিশু, তোমাতে ভরসা রাখি। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যে আত্মা এই চিত্রটিকে শ্রদ্ধা করবে তার বিনাশ হবে না। পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই আমি শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। বিশেষ করে মৃত্যুর মুহূর্তে আমার প্রতিচ্ছবির দিকে তাকালে আমি তাদের উদ্ধার করবো। আমি নিজেই আমার নিজের গৌরব হিসাবে রক্ষা করব (ডায়েরি, ৪৭, ৪৮)। আমি আমার ভক্তদের এই কলস দান করছি তা দিয়ে তারা আমার করুণার ঝর্ণা থেকে অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ সংগ্রহ করতে পারবে। সেই কলস হল আমার করুণার ছবি (৩২৭)। আমি চাই এই মূর্তিটি প্রথমে তোমার চ্যাপেলে এবং তারপর সারা বিশ্বে (৪৭) সম্মানিত হোক।

তার আধ্যাত্মিক পরিচালকের অনুরোধে, সেন্ট ফস্টিনা প্রভুকে প্রতিমূর্তির রশ্মির অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যিশু উত্তরে এই কথা বললেন, দুটি রশ্মি রক্ত এবং জলকে বোঝায়। ফ্যাকাশে রশ্মি জলের প্রতিকৃতি যা মানব আত্মাকে ধার্মিক করে তোলে। লাল রশ্মি আমার রক্তের চিহ্ন যা দিয়ে আমি মানব আত্মাকে মৃত্যুর কবল থেকে কিনে জীবন দিয়েছি। এই দুটি রশ্মি আমার কোমল করুণার গভীরতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল যখন আমার বেদনার্ত হৃদয় ক্রুশের উপর একটি ল্যান্স দ্বারা খোলা হয়েছিল, তখন। ধন্য সেই ব্যক্তি যে আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে আশ্রয় পেয়েছে (২৯৯)। এই মূর্তির মাধ্যমে আমি আত্মাকে অনেক অনুগ্রহ দান করব। এটি আমার করুণার দাবির একটি অনুস্মারক। কারণ এমনকি শক্তিশালী বিশ্বাসও আমার করুণার কাজ ছাড়া ব্যর্থ হয়ে যাবে (৭৪২)। এই গুলির ইঙ্গিত করে চিত্রটি ঐশ করুণার অনুগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করে যা বিশ্বের উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে ব্যাপটিজম এবং ইউক্যারিস্টের মাধ্যমে।

এই ছবিটি বিভিন্ন সংস্করণ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের প্রভু স্পষ্ট করেছেন যে চিত্রটি নিজেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। যখন সেন্ট ফস্টিনা প্রথম দেখেছিলেন যে আসল চিত্রটি তার নির্দেশনায় আঁকা হয়েছিল, তখন তিনি হতাশ হয়ে কেঁদেছিলেন এবং যিশুর কাছে অভিযোগ করেছিলেন: "কে তোমাকে তোমার মতো সুন্দর আঁকবে? (৩১৩)।"

উত্তরে, যিশু বললেন: "রঙের সৌন্দর্যে নয়, ব্রাশের মধ্যে এই চিত্রটির মহত্ত্ব নিহিত নয়, তবে আমার অনুগ্রহে (৩১৩)।" সুতরাং ইমেজের যে সংস্করণটি আমরা পছন্দ করি না কেন, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এটি ঈশ্বরের করুণার একটি বাহন যদি এটি তাঁর করুণার উপর আস্থার সাথে সম্মানিত হয়।

ঐশ করুণার আধার

"ধন্য আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা! তাঁর অসীম করুণা-গুণেই তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটিয়ে আমাদের নবজন্ম দান করেছেন, যাতে এক প্রাণময় আশায় আমরা বুক বাঁধতে পারি, যাতে আমরা (ঈশ্বরের সন্তান-রূপে) এমনই এক সম্পদ লাভ করতে পারি, যে-সম্পদ সমস্ত ক্ষয়, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত জীর্ণতার অতীত (১ম *পিতর* ১:৩)। ঐশ করুণার পর্ব আমাদের

কাছে ২য় যে পাঠটি (*১ম পিতর ১:৩*) ছিল তার মধ্যদিয়ে আমাদের বলে দেয়া হয় ঈশ্বরের অসীম ঐশ করুণার কথা। প্রভু যিশুর জীবনটাকে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যেখান থেকে ঐশ করুণা সম্পর্কে একটি পূর্ণ ধারণা আমরা পেতে পারি।

যিশু পিতার সঙ্গে ছিলেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র, তিনি ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের অভিন্ন একজন ব্যক্তি। তিনি এই পৃথিবীতে আসেন তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়। তিনি আসেন পিতার ইচ্ছায়-পিতার পরিকল্পনায়। তিনি আসেন পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে পিতার ইচ্ছাটা কি ছিল? পিতার ইচ্ছা ছিল এই পিতার সৃষ্ট এই জগত আস্তে-আস্তে শয়তানের কবলে পড়ে যাছে, পাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ একজন আরেকজনকে ধ্বংস করে ফেলছে এবং মানুষ ঈশ্বরকে আর চিনতে পারছেনা। ঈশ্বরকে আর ভালোবাসতে পারছে না। তাই ঈশ্বর সকল মানুষকে আবারও তাঁর বুকে টেনে নিতে চান। কারণ এই পুরো পৃথিবী তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে এসেছে আর আবারও তিনি এই পুরো পৃথিবীটাকে তাঁর বুকে ফিরে পেতে চান। এই ইচ্ছায়, তাদেরকে আবার ফিরে পাওয়ার ইচ্ছায় তিনি সংকল্প নেন এই কাজটি করার উপযুক্ত একজন ব্যক্তি হবেন পুত্র ঈশ্বর। তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু। তাই পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বরকে নিজের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেন কুমারী মারীয়ার কোলে। আর আমরা দেখতে পাই পুত্র ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে আসেন তখন তিনি একজন পুরোপুরি মানুষ হয়ে জন্ম নেন মা মারীয়ার কোলে। তারপরে তিনি মা মারীয়ার কাছ থেকে অনেক বিষয় গুলো শিখেন। ধীরে-ধীরে তিনি উপলব্ধি করেন তিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন আবার তাঁকে পিতার কাছে ফিরে যেতে হবে। এই পৃথিবীতে থাকতে তিনি যথাসাধ্য করুণার কাজ গুলো করেছেন। তিনি পথে-ঘাটে-মাঠে-প্রান্তরে, পাহাড়ে-পর্বতে, যেখানে-সেখানে, ব্যধি-গ্রস্ত মানুষ দেখেছেন তাদের সকলকে তিনি সুস্থ করে তোলেন। যেখানে অনিয়ম গুলো দেখতে পেয়েছেন সেখানে তিনি নিয়মগুলো মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন নিয়ম পালনের দিকে। এরপরে আমরা দেখি যিশু বাণী প্রচারের মধ্যদিয়ে তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসটাকে আরও বেশি করে জাগিয়ে তোলেন। তিনি এই পৃথিবীতে যতদিন ছিলেন ততদিন নানা ভাবে মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততাকে জাগ্রত করতে কাজ করে গেছেন, সেটা তাঁর জীবন দিয়ে তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী দিয়ে তাঁর কাজ দিয়ে। অবশেষে এই করুণার কাজ করতে-করতে তিনি সংকটের মধ্যে পড়েন। এমন একটা সংকটের মধ্যে পড়েন, সেটা হচ্ছে ভালোবাসা এবং অনেক বেশি ভালোবাসা। আর একদিকে বিধান আরেকদিকে ভালোবাসা। বিধানের মধ্যদিয়েও ভালোবাসা যায় আবার ভালোবাসা এমনিতেও বিলিয়ে দেওয়া যায় তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যিশু চাইছেন- আমি শুধু ভালোবাসবনা- অধিক থেকে অধিকতর ভালোবাসব। More love for God আর এই more love for God হচ্ছে- পিতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ ভাবে পালন করা। তাঁর পিতার ইচ্ছা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষই যেন আবার পিতার বুকে ফিরে যায়। সেটাই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ইচ্ছা। তাই সবাইকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে তিনি নিজেকে নমিত করেন। নিজেকে নমিত করে দাসের স্বরূপ গ্রহণ করে ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেন। এমন কি তাঁর যা ছিল, যতটা তাঁর সাধ্যে ছিল, সবই তিনি সঁপে দেন মানুষের কাছে আর সব কিছু সঁপে দেয়ার মধ্যদিয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে যান। ক্রুশের ওপরে থেকে তিনি করুণা দিয়ে-দিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হন যাকে বলা হয় ১০০% নিঃস্ব হওয়া। কেন যিশু নিজেকে এভাবে নিঃস্ব করলেন? কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল? এভাবে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পিতার ইচ্ছা পালন করা। পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে, পিতার পরিকল্পনাকে পূর্ণতা দিতে তিনি পিতার উপরে ভরসা রেখেছেন। তাই সম্পূর্ণ ভাবে ভরসা রেখে তিনি পিতার ইচ্ছা পালন করেছেন। আর তাই ক্রুশের উপড়ে যখন তিনি সব কিছু পিতার চরণে সঁপে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যান, একেবারে শূন্য হয়ে যান তাঁর পরেই পিতার দয়া-করুণা জাগ্রত হয়ে উঠে। পিতার দয়া, করুণা এই পৃথিবীর উপর এবং সমস্ত মানব জাতির উপর প্রকাশিত হতে শুরু করে। তারপর থেকে মৃত দেহ আর মৃত থাকে না। কারণ যিশুর মৃত দেহ থেকে বেরিয়ে আসা সেই রক্ত এবং জল, সেই করুণার কাজটা করতে শুরু করে। জীবিত যিশুর কাজ করতে শুরু করে। আর সেই ক্রুশ-কাঠ আগে যা ছিল দাসত্বের চিহ্ন, যা ছিল পাপের চিহ্ন, যিশুর করুণা দ্বারা এই দাসত্ব আর পাপের চিহ্ন এখন বিজয়ের চিহ্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। কবর থেকে মৃত্যুর তৃতীয় দিনে ঈশ্বর যিশুকে মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত করেন অর্থাৎ যিশু পুনরুত্থান করেন। তাঁর মৃত দেহ আর মৃত থাকে না, মৃত দেহ হয়ে উঠে পবিত্র দেহ। এই সবই হয় তাঁর পিতার করুণা প্রকাশের জন্য। যাতে আমরা সবাই মিলে-মিশে একমন-একপ্রাণ হয়ে থাকি। আমরা সবাই মিলে যেন মিলনবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকি। একমাত্র সেই উদ্দেশে তিনি নিজেকে, নিজের জীবনটাকে সঁপে দেন আর ঈশ্বরের করুণা তাঁর মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হতে শুরু করে। যারা বিশ্বাস করেছেন... হ্যাঁ, সেই সময়ে শিষ্যেরা সবাই তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সাথে থেকেছেন, তাঁকে স্পর্শ করেছেন, তাঁকে ভালোবেসেছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখেছেন। সেই বিশ্বাসের গুণে তাঁরা বাণী প্রচার করেছিলেন আর হাজার-হাজার মানুষ তাঁদের প্রচারিত বাণী গ্রহণ করে যিশুতে বিশ্বাসী হয়ে উঠল। যিশু টমাসকে বললেন, "তুমি আমাকে দেখেছ বলেই বিশ্বাস করেছ; যারা না দেখেও বিশ্বাস করে, ধন্য তারা! (*যোহন ২০:২৯*)।"

কারণ এই বিশ্বাস সেই একই দিনে যিশু আমাদের প্রত্যেককে দান করেন। শুধুমাত্র এই বিশ্বাসই নয়, তাঁর ক্ষত সমূহের গুণে আমরা সবাই পবিত্র হয়ে উঠি, আমরা পরিত্রাণ লাভ করি। তবে এই ক্ষত গুলো কি? একটু চিন্তা করলে আমরা খুঁজে পাব যে, এই ক্ষতগুলো হচ্ছে আমাদের পাপ, আমাদের দুর্বলতা। আমাদের এই পাপময়তায়, আমাদের দীনতায় আমরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছি। আমাদের পাপের গুণে আমরা তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করেছি। এইখানেই আমরা দেখতে পাই এই ক্ষতগুলোই, আমাদের দুর্বলতা গুলোই আমাদের সবল করে দেয়। সেই ক্ষত গুলোর দিকে আমরা যখন তাকাই, আমরা যখন সেই ক্ষত গুলোর ওপরে অর্থাৎ যখন আমাদের পাপের প্রতি আরও সচেতন হই, যখন আমরা আমাদের পাপ গুলোকে নিয়ে অনুতপ্ত হই তখন আমরা তাঁর করুণা লাভ করি। কত ধন্য সেই অপরাধ যার জন্য আমরা এত মহান যিশুকে পেয়েছি। সেই পঞ্চক্ষত গুলোর গুণে আমরা আমাদের করুণাময় যিশুকে পেয়েছি। তাঁর শুধু করুণা মাত্র নয়, তিনি আমাদের কাছে আরও বলছেন, তুমি সুস্থ-সবল হয়েছ, এখন যাও আরও অনেক মানুষের কাছে যাও আমার কথা প্রচার কর, তাদের সবাইকে সবল করে তোল, আরও সবাইকে শক্তিশালী করে তোল। তিনি আমাদের প্রেরণ করেন- যাও, তোমরা সর্বত্রই যাও, আমার এই বাণী তোমরা প্রচার কর, আমার এই ভালোবাসা তোমরা প্রত্যেকের কাছে প্রকাশ কর। আর কেমন সেই ভালোবাসা? সেই ভালোবাসা বলতে তিনি বলছেন তুমি যতই পাপী হও না কেন, আমার ভালোবাসা তোমার পাপের চেয়ে অনেক বড়। আমার ভালোবাসা তোমার যত ব্যথা-বেদনার চেয়ে অনেক বেশি। আমার করুণা-দয়া তোমার জন্য যথেষ্ট। তাই সেই শিষ্যরা, সেই আদি খ্রিস্টমণ্ডলী, তারা সবাই একত্রিত হয়ে তাঁর দয়া, তাঁর করুণা আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর অন্য কোন ধন-দৌলত-সম্পদ আমাদের প্রয়োজন নেই বলে তারা সমস্ত কিছু বিক্রি করে নিয়ে এসে একসাথে মিলিত হয়। ওরা বলে আমরা সবাই এক, আমরা সবাই সমানভাবে থাকব। তারা বলে আমাদের মধ্যে কেউ ইহুদী নেই, আমাদের মধ্যে কেউ অনিহুদী নেই, আমাদের মধ্যে কেউ পণ্ডিত নয়, আমাদের মধ্যে কেউ মূর্খ নয়, আমাদের মধ্যে কেউ ধনী নেই, আমাদের মধ্যে কেউ গরীব নেই। আমরা সবাই এক, আমরা সবাই এক মিলনসমাজ। এই বলে তাঁর করুণাকে কেন্দ্র করে তাঁরা রুটি ছেঁড়ার অনুষ্ঠান করে। সেই রুটি ছেঁড়া মানেই হচ্ছে সহভাগিতা করা, পরস্পরকে সহযোগিতা করা, সাহায্য করা, ঐশ-করুণার কাজ করা। তাই খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আসুন আমরা তাঁর করুণাকে নিয়ে আমরা যেন বেশি করে ভাবি এবং উপলব্ধি করি। তাঁর দয়া সে তো চিরকালেরই দয়া। জয়যিশু॥ ❑

ঐশ-করুণার যিশু প্রেমময় ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

খ্রিস্টধর্মে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো: "ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ (*১ যোহন ৪:৮, ১৬*)।" মানুষকে তিনি ভালোবেসে আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করলেন (*আদি ১:২৬*)। আবার তাঁরই সৃষ্টি মানুষ যখন পাপ করে পাপে পতিত হলো তখন তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন মানুষকে উদ্ধার করতে। তাই প্রেমময় ঈশ্বরের এই মহান প্রেম দেখে যিশুর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য যোহন তাঁর মঙ্গলসমাচারে উল্লেখ করেছেন: "ঈশ্বর জগতকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং লাভ করে শাশ্বত জীবন (*যোহন ৩:১৬*)।"

ঐশ-করুণার যিশু প্রেমময় ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ

ঐশ-করুণার যিশু হলেন প্রেমময় ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ বা মুখচ্ছবি। ঐশ-করুণাময় যিশুর প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রচারের মূললক্ষ্য হলো মহান ঈশ্বরের প্রেমময় ও ক্ষমাশীলতার দিকটি স্পষ্ট রূপে তুলে ধরা, যাতে করে মানুষ তাঁর মহান প্রেমের স্পর্শ পেয়ে পূর্ণ জীবন পেতে পারে এবং ধন্য হতে পারে। ঈশ্বরের অসীম করুণা বা ভালোবাসা জাতি-ধর্ম-বর্ণ সব মানুষের জন্যে উন্মুক্ত-বিশেষভাবে পাপী মানুষের জন্যে। তাই ঈশ্বরের প্রেম-পুত্র যিশু বলেছেন: "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবেই পায় (*যোহন ১০:১০*)।" মহান ঈশ্বরের ভালোবাসা সবার জন্যে উন্মুক্ত হলেও তাঁর ভালোবাসার মধ্যে প্রাধান্য হলো দুর্বল পাপী মানুষ- যে মানুষকে তিনি নিজের প্রতিমূর্তি ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাদের কাউকেই তিনি হারাতে চান না। তাই যিশু পিতার ভালোবাসার এই গভীরতা ও পাপীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতমূল ভালোবাসাকে নিজ জীবনে প্রকাশ করে বলেন: "আমি ধার্মিকদের জন্যে নয়, বরং পাপীদের আহ্বান জানাতে এসেছি (*মথি ৯:১৩; মার্ক ২:১৭*)।"

ঐশ-করুণার যিশুর প্রতি ভক্তি ও ইতিহাস

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিদাতা যিশু পোলান্ড দেশের সন্ন্যাসিনী, সিস্টার ফস্টিনার কাছে প্রথম দর্শন দিয়ে তাঁর প্রতি এই ভক্তির আবেদন জানান, যা সমগ্র মানব জাতির জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে আসে। সিস্টার ফস্টিনার কাছে যিশু যেরূপে দর্শন দিয়েছিলেন, সেই বর্ণনার সাথে মিল রেখে Eugeniusz Kazimirowski প্রথম যে প্রতিকৃতি অংকন করেছিলেন, তাতে যিশুর হৃদয় থেকে নির্গত আলোকশ্মির পাশে লেখা: "যিশু, আমি তোমাতে ভরসা রাখি" বা "Jesus, I trust in You"।

২৮ এপ্রিল, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ঐশ-করুণার রোববার পালিত হয়। সেদিন যিশু সিস্টার ফস্টিনাকে বলেছিলেন: "আমাতে বিশ্বাসী প্রত্যেকে আমার করুণা লাভ করবে।"

৫ অক্টোবর, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার ফস্টিনা মৃত্যুবরণ করেন। পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল ৩০ এপ্রিল, ২০০০ খ্রিস্টাব্দে সিস্টার ফস্টিনাকে সাধ্বী ঘোষণা করেন এবং পুনরুত্থানের দ্বিতীয় রোববার ঐশ-করুণার পর্ব পালনের ঘোষণা দেন।

ঈশ্বরের করুণাময় ভালোবাসা

ঐশ করুণার প্রধান লক্ষ্য হলো ঈশ্বরের করুণাময় ভালোবাসা উপলব্ধি করা এবং নিজ হৃদয়ে সেই করুণাময় ভালোবাসা প্রবাহিত করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করা।

ঐশ করুণার ভক্তির প্রধান তিনটি প্রধান বিষয় রয়েছে, আর তা হলো: ১) ঈশ্বরের করুণা যাচ্না করা; ২) যিশুখ্রিস্টের অসীম করুণার উপর আস্থা রাখা; ৩) অন্যদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা এবং সেইমত কাজ করা।

সময়: বিকাল তিনটা

ঐশ করুণার যিশুর প্রতি ভক্তি সাধারণত: বিকাল তিনটায় করার বিধান রয়েছে। এই সময়টাকে যিশুর ক্রুশে মৃত্যুবরণের সময়ের সাথে মিল রেখে করা হয়েছে। সাধু মার্কের লেখা মঙ্গলসমাচার অনুসারে (*মার্ক ১৫:৩৪-৩৭*) এই সময়টিতে মুক্তিদাতা যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন এবং শেষে জোরে চিৎকার করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই সময়টিকে "ঐশ করুণা লাভের বিশেষ সময়" বা "ঐশ করুণার মুহূর্ত" হিসেবে গণ্য করা হয়। ঠিক এই সময় পরম করুণাময় ঈশ্বর জগতের মানুষের কাছে তাঁর বিশেষ প্রেম ও করুণা প্রকাশ করেছেন।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রেমের প্রকাশ

১) প্রেমময় ঈশ্বর তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন (*আদি ১:২৬*)।

২) পাপীর প্রতি প্রেমময় ঈশ্বরের দয়া: "আমি কি পাপীর মৃত্যু চাইতে পারি? বরং আমি চাই সে পাপের পথ থেকে ফিরে আসুক আর বেঁচেই থাকুক (*যিহিষ্কেল ১৮:২৩*)।"

৩) প্রেমময় ঈশ্বরের কাছে মানুষ মহামূল্যবান। তিনি বলেন, "আমার চোখে তুমি মহামূল্যবান, তাই আমি তোমাকে ভালোবাসি (*যিশাইয় ৪৩:৪*)।"

৪) প্রেমময় ঈশ্বর আমাদেরকে নিজ মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তাই তিনি আমাদের সবাইকে সযত্নে তাঁর হাতের তালুতে রেখে প্রতি নিয়ত আমাদের যত্ন নিচ্ছেন (*যিশাইয় ৪৯:১৫-১৬*)।

৫) মরুভূমিতে মনোনীত জাতিকে স্বর্গীয় মান্না ও জল দিয়ে প্রতিপালন।

নতুন নিয়মে যিশু প্রেমময় পিতার পূর্ণ ছবি

পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে অতি স্পষ্ট রূপে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের প্রেমময় রূপটি ফুটে উঠেছে যিশুর বিভিন্ন শিক্ষায়, বিভিন্ন ঘটনায়, বিভিন্ন সেবাকাজে। পাপী মানুষ, দীন-দরিদ্র, অভাবী, দুর্বল, অসহায়, রুগ্ন-পীড়িত, অবহেলিত, ঘৃণ্য, অনুতাপী মানুষের জন্যে যিশুর করুণা বা ভালোবাসা উপচে পড়েছে, যা কখনো কখনো সমাজের তথাকথিত 'ধার্মিক' লোকদের ঈর্ষার কারণ হয়েছে। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে ঐশকরুণায় পরিপূর্ণ যিশুর জীবনের প্রাসঙ্গিক কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

১) পাপী মথিকে নিজ শিষ্যদলে গ্রহণ এবং তার বাড়িতে যিশুর ভোজ গ্রহণ (*মথি ৯:৯-১৩*)।

২) সমরীয় পতিতা নারীর কাছে যিশুর আত্ম-পরিচয় এবং তার সাথে তার গ্রামে গমন (*যোহন ৪:১-৩০*)।

৩) অনাহারী ক্ষুধার্ত মানুষকে দু'বার আশ্চর্য ভাবে খাদ্য দিয়ে ক্ষুধা মেটানো *(মথি ১৪:১৩-২১; ১৫:২৯-৩৮*)।

৪) ঘৃণিত কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করা ও সুস্থ করে তোলা (*মথি ৮:১-৪; লুক ১৭:১২-১৯*)।

৫) মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান (অনেক ঘটনা)।

৬) হারানো মেষের সন্ধানে মেষ প্রেমী যিশু (*লুক ১৫:৩-৭*)।

৭) অপব্যয়ী পুত্রকে (অধম পাপীকে) ফিরে পাবার আনন্দে আত্মহারা প্রেমময় ঈশ্বর (*লুক ১৫:১১-৩২*)।

৮) নিজ হত্যাকারীদের ক্ষমা দান এবং তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা (*লুক ২৩:৩৪*)।

৯) অনুতাপী চোরকে ক্ষমাদান এবং যিশুর সাথে প্রথম স্বর্গে গমন (*লুক ২৩:৪৩*)।

১০) পাপী মানুষকে উদ্ধার করতে নির্দোষ-নিষ্পাপ যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ।

ঐশ করুণার মহামন্দির উৎসর্গ করার সময় পোপ সাধু দ্বিতীয় জন পল বলেছিলেন, "ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত মানবজাতির জন্যে আশার অন্য কোন উৎস নেই।" আমরা ঈশ্বরের এই অসীম করুণার উপর ভরসা রাখি: যিশুতেই আমাদের মুক্তি- যিশুতেই আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতা। আসুন, প্রেমসিক্ত করুণাঘন যিশুর কাছে প্রতিদিন জীবনের সমস্ত ভার সমর্পণ করে বলি: যিশু, আমি তোমাতে ভরসা রাখি।

সহায়ক গ্রন্থ সমূহ:

1. https://en.wikipedia.org›wiki› Divine_Mercy
2. https://www.thedivinemercy.org/message/devotions
3. https://www.ewtn.com/catholicism/library/divine-mercy-message-and-devotion-12768. ❑

মাহে রমজানের ফজিলত ও কর্তব্য

এরশাদ আল মামুন

ছবি: ইন্টারনেট

প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের জীবনে রমজান মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ মাস পুণ্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়। দীর্ঘ এক মাস রোজা, তারাবি, তাহাজ্জুদ, কোরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে, বান্দা মহান রাব্বুল আলামিন এর নৈকট্য অর্জন করেন। বিরত থাকেন সব ধরনের গুনাহ থেকে, হাসিল করেন হৃদয় ও আত্মার পরিশুদ্ধি। তাই এই মাসকে বলা হয়, পবিত্র ও মহিমান্বিত মাস। রোজা আর ঈদ দু'টিই আল্লাহর দেয়া মুসলিম উম্মার জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহনকারী ফজিলতের মাস ও ধর্মীয় উৎসব।

রোজা হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, বরকত, মাগফেরাত ও নাজাতসহ দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ লাভের সেরা মাস। পবিত্র কোরআনে যে আয়াত দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদির জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়েছে, সে আয়াতেই আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তীদের ওপর রোজা ফরজ হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ১) আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসুল, ২) সালাত আদায় করা, ৩) জাকাত দেওয়া, ৪) হজ্জ্ব করা, ৫) পবিত্র রমজানে সিয়াম পালন করা। প্রায় সব ধর্মেই রোজা রাখার বিধান রয়েছে তবে ইসলাম ধর্মে রোজা নামে, খ্রিস্টান ধর্মে রোজা বা উপবাস এবং হিন্দু ধর্মে উপবাস নামেই পালন করে থাকেন।

খ্রিস্টান ধর্মে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কোন খাদ্য আহার না করে থাকাকে উপবাস বলে। প্রভু যিশুখ্রিস্টকে অনুসরণ করে ৪০ দিন উপবাস পালন করা হয়। সময় নয় বরং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়াই উপবাসের প্রধান লক্ষ্য।

হিন্দু ধর্মে উপবাস একটি আনুসংগিক অংশ। ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং আঞ্চলিক রীতিনীতি অনুসারে হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন ধরনের উপবাস প্রচলিত আছে। অনেক হিন্দু মাসের নির্দিষ্ট কিছু দিন যেমন একাদশী, প্রদোষ অথবা পূর্ণিমাতে উপবাস পালন করেন। সপ্তাহের কয়েকটি দিন নির্দিষ্ট দেবতার জন্য উপবাস পালন করার বিধান আছে অনেক অঞ্চলে। তবে এক ধর্মের রোজা, আরেক ধর্মের রোজার সাথে তুলনা করা যায় না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য রোজা ব্যতীত। কারণ, রোজা আল্লাহর নিজের জন্য এবং আল্লাহ নিজেই তার প্রতিদান দিবেন।' মহানবী (সা.) আরও বলেন রোজা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেন সিয়াম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে এবং সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র প্রতিবেশির প্রতি যেন হক আদায় করেন। আমাদের সমাজে অনেক ধনীরা মজাদার এবং নানা পদের খাবার নিয়ে সাহরি খেয়ে থাকেন এবং পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মুখরোচক ইফতার করেন অথচ পাশের বাড়ির দরিদ্র পরিবার নামমাত্র সাহরি ও পানি পান করে ইফতার করেন কিন্তু ধনী ব্যক্তি যদি প্রতিবেশির প্রতি তার হক না আদায় করেন তাহলে ঐ ধনী পরিবারের রোজার সঠিক ফজিলত থেকে বঞ্চিত হলেন। মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, 'জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন ওই প্রবেশদ্বার দিয়ে রোজাদারগণ প্রবেশ করবে। বলা হবে, 'কোথায় রোজাদারগণ?' সুতরাং তারা ওই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর পর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করা হবে।' রোজা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল থাকে।

আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশির ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফেতনা ও গুনাহর কাফফারা হলো নামাজ, রোজা ও সদকা। তাই আমরা যেন রোজার পাশাপাশি সুবিধা বঞ্চিত হতদরিদ্র মানুষের প্রতি হৃদয়বান হয়ে তাদের প্রাপ্য যাকাত ও সদকা আদায় করি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর পথে একদিন মাত্র রোজা রাখবে, সেই বান্দাকে আল্লাহ বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, 'কিয়ামতের দিন রোজা ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তাকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। কোরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। যাকাত, ফিতরা ও সদকায় বলবে আমার দ্বারা দরিদ্র প্রতিবেশির উপকার হয়েছে, সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে। সুতরাং রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং প্রাপ্তবয়স্কা নারীর উপর পূর্ণ রমজান রোজা রাখা ফরয।

সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর, অনাবিল আনন্দ-উল্লাসের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। 'ঈদ' মুসলিম উম্মাহর জাতীয় উৎসব। ঈদুল ফিতরের দিন প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের জীবনে অশেষ তাৎপর্য ও মহিমায় অনন্য। ঈদুল ফিতর প্রতিবছর ধরণীতে এক অনন্য-বৈভব বিলাশে ফিরে আসে। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রমজানের সিয়াম সাধনার শেষে শাওয়ালের এক ফালি উদিত চাঁদ নিয়ে আসে পরম আনন্দ ও খুশির ঈদের আগমনী বার্তা। শাওয়ালের চাঁদটি দেখামাত্র বেতার-টেলিভিশন ও পাড়া-মহল্লার মসজিদের মাইকে ঘোষিত হয় ঈদের আগমনী বার্তা।

সুদীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদ প্রতিটি মুসলমানের ঘরে নিয়ে আসে আনন্দের সওগাত। ঈদগাহে কোলাকুলি সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসার বন্ধনে সবাইকে নতুন করে আবদ্ধ করে। মাহে রমজানের রোজার মাধ্যমে নিজেদের অতীত জীবনের সব পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার অনুভূতি ধারণ করেই পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈদের খুশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) সানন্দে ঘোষণা করেন, 'প্রতিটি জাতিরই আনন্দ-উৎসব রয়েছে, মুসলিমদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ। তাই আসুন আমরা সবাই রোজা ও ঈদ পালন করি যা আমাদের নিজ নিজ ধর্মের। নিয়ম নীতি ও ধর্মীয় বিধান অনুসারে॥ ❑

পুনরুত্থান: নব জীবনে অংশগ্রহণ

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

"আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পরে জীবন ফিরে পায়" (*যোহন ১১:২৫*)। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন খ্রিস্ট যিশুর সাথে সম্পর্কযুক্ত ও বিশ্বাসের জীবন সাধনা। খ্রিস্টের সাথে মিলিত বলেই এই জীবন প্রতিনিয়ত নবরূপ ধারণ করে। খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে নব জীবন শুরু হয়। তাই "আমরা বাঁচি বা মরি আমরা প্রভুরই" (*রোমীয় ১৪:৮খ*)। দীক্ষাস্নান ও বিশ্বাসের ফলে অমরা প্রভুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অংশীদারী হয়েছি, হয়েছি খ্রিস্ট প্রভুর দেহের অংশ। যিশু কর্তৃক মন পরিবর্তনের আহ্বান ও শিষ্যদের মন পরিবর্তনই (*মার্ক ১:১৫-২০*) তো বলে দেয় নতুন জীবনের (মণ্ডলী) আহ্বান ও অংশগ্রহণ। খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ফলে ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলন সাধিত হয়েছে। আমরা স্বর্গে যাওয়ার অধিকার পেয়েছি (নব জীবন), যে জীবন এই জগতেই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। পুনরুত্থান হল নবজীবনে অংশগ্রহণে সম্মিলিত জীবন সাধনা।

পুনরুত্থান: নব জীবনে অংশগ্রহণ: নব জীবন হল হারনো মর্যাদা ফিরে পেয়ে নতুন করে বাঁচার আশা ও আনন্দ। পুনরুত্থান হল শান্তি ও আনন্দ। পুনরুত্থিত যিশু শিষ্যদের দেখা দিয়ে শান্তি সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন; "তোমাদের শান্তি হোক" (*যোহন ২১:২০*)। ভয়ে ম্রিয়মান শিষ্যরা নতুন করে জীবনে আশা ফিরে পায়। ভয়ে বন্ধী জীবন নয়, বরং শান্তি আনন্দে প্রেরিত জীবন। যিশু শিষ্যদের মঙ্গলসমাচার প্রচার করতে ক্ষমাদানে ক্ষমতা প্রদান করে প্রেরণ করেন *(যোহন ২১:২০-২৩)*। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের মঙ্গলবাণী ঘোষণার জন্য প্রেরণ করেন। "তোমরা জগতের সর্বত্র যাও; সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুমাচার প্রচার কর" (*মার্ক ১৬:১৫*)। এই নির্দেশবাণীর সঙ্গে শিষ্যদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত থাকার প্রতিশ্রুতিও দান করেন। "আর দেখ আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি" (*মথি ২৮:২০*)। যাপিত জীবনে যিশুর উপস্থিতি অনুভব করা।

যিশুর পুনরুত্থানই জগতে নতুন ইতিহাস ও নব জীবনের সূচনা হয়েছে। তিনি নিজেই মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে ও শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন, প্রেরণ করেছেন ও নিত্যদিন সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখানেই নব জীবন (মণ্ডলী) গঠন ও জীবনধারা নিহিত। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন যিশুর জীবনের সাথে যুক্ত ও চলমান। মৃত্যু জীবনের শেষ নয় বরং ক্ষণিকে ক্ষণস্থায়ী জীবনের সমাপ্তিতে নব জীবনে (অনন্ত জীবন) আরম্ভ ও অংশগ্রহণ। শিষ্যদের জীবন পরিবর্তন, বিশ্বাস নবায়ন ও দায়িত্ব অর্পন *(যোহন ২১:৩-১৯)*। পবিত্র আত্মার অবতরণ, পিতরের ভাষণ, বিভিন্ন দেশ, জাতি ও ভাষার মানুষের শ্রবণ, মনপরিবর্তন, দীক্ষাস্নান গ্রহণ (*শিষ্যচরিত ২:১-৪১*) ও মণ্ডলীর জন্মের (নব জীবন) যে জীবন শুরু হয়েছে তা আজও প্রবাহমান।

নব জীবন হল মণ্ডলীর নিত্য সম্মিলিত জীবন ধারা। সংঘবদ্ধ সহভাগিতার জীবন। বাণী শ্রবণ ও ধ্যান, রুটিছেঁড়া অনুষ্ঠানে (খ্রিস্টযাগ) অংশগ্রহণ ও নিজ জীবনের সম্পদ সহভাগিতা করে আনন্দিত জীবন (*শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭*)। আর এই জীবন গঠন ও জীবন ধারা প্রবাহমান রাখতেই যিশু পিতার কাছে আকুতি জানিয়ে প্রার্থনা নিবেদন করেছেন। পিতা, তুমি যাদের আমার হাতে তুলে দিয়েছ, তারা তোমারই আর তাদের জন্যই প্রার্থনা করছি। তারা যেন এক হয়। আমি তাদের রক্ষা করেছি তারা যেন বিনষ্ট না হয় বরং আনন্দে জীবন যাপন করে *(১৭: ৯-১৩)*। খ্রিস্ট যিশুর আদেশ পালন করা ও তাঁরই মত নিজ জীবন উৎসর্গ করাই খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন সাধনা। যিশু বলেন; "আমার আদেশ হল এই, আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালোবাসবে। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালোবাসা আর নেই" *(যোহন ১৫:১২-১৩)*। নব জীবন, আত্মত্যাগ, আত্মদান ও জীবন সহভাগিতা।

আহবান, অংশগ্রহণ ও নব জীবন: খ্রিস্ট যিশুর পুনরুত্থানের গুণে যে জীবন শুরু হয়েছে তা পিতার ভালোবাসার পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন। সবাইকে একত্রিত করে পিতার ভালোবাসায় অংশগ্রহণ করাই যিশু এই জগতে প্রেরিত হয়েছেন। পিতার পরিকল্পণা বাস্তবায়নে যিশু পিতার ইচ্ছাকে মেনে নেন। পিতার (ঈশ্বর) পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে তিনি (যিশু) কঠিন পরিস্থিতির (মানব জন্ম গ্রহণ (*লুক ২:৪-৭*), অভিবাসী হওয়া (*মথি ২:১৩-২৩*), দীক্ষাস্নান ও শয়তান দ্বারা পরিক্ষিত হওয়া (*মথি ৩:১৩-৪:১১*), ঐশ্যরাজ্য ঘোষণা ও শিষ্যদের আহবান (*মার্ক ১:১৫-২০*), প্রেরণ কাজ সাধন *(মথি ৪:২৩-২৫)*, ইহুদীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া (*যোহন ১০:২২-৩৯*) ও ক্রুশে জীবনোৎসর্গ (*লুক ২৩:৩৩-৪৬*)} মধ্য দিয়ে গিয়েছেন ও গ্রহণ করেছেন)। জীবনের পথে চলতে ও জীবনের পূর্ণতা পেতে যেকোন পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই জীবন।

যিশুর যাপিত জীবন আমাদের আশা ও প্রেরণা যোগায় সংলাপে অংশগ্রহণে সম্মিলিত জীবন যাপনে ও সকলকে নিয়ে আনন্দে চলতে। যিশু যে শিষ্যদের আহ্বান করেছেন তারা ছিল ভিন্ন পেশার মানুষ *(মার্ক ১:১৬-২০; মথি ৯:৯-১৩)*। সামরীয় নারীর সাথে কথোপকথন ও তাঁর পরিচয় প্রদান (*যোহন ৪:১-৩২*)। রোমীয় সেনাপতির চাকরকে সুস্থতা দান *(লুক ৭:১-১০)* ও অইহুদী মহিলার মেয়ের অপদূত তাড়ানোর (*মথি ১৫:২১-২৮*) মধ্যেই যিশুর সবার জন্য দরদবোধ ও মঙ্গলকাজের প্রমাণ মেলে। মানুষের চলমান জীবনে সুস্থতা ও নিরাপত্তাই তো নব জীবনের আনন্দ। সব জাতি-গোষ্ঠী, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধনী-গরীব ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত জীবন যাপন হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের জীবনে অংশগ্রহণ। যিশু বলেন; "মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে ও বহু মানুষের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন" (*মার্ক ১০:৪৫*)। পরস্পরকে ভালোবাসা ও সেবা করাই নব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পরিবর্তন ও নব জীবন: নব জীবন হল পরিবর্তন। যিশুর সংস্পর্শে জীবনের পরিবর্তন হয়। আস্থাহীন সমাজে বাঁচার আশাই পুনরুত্থান, নব জীবন। পরিবর্তন হল নিজের মধ্যে নিজেকে খোঁজা ও খুঁজে পাওয়া এবং আত্মোপলব্ধি। আপন সত্তার মধ্যে আনন্দে জীবন যাপন। কোন নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে বাঁচা নয়, বরং সত্যে ও স্বাধীনতায় জীবন যাপন। যিশু আমাদের গতিময় জীবনে সত্য খুঁজতে ও স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার নিশ্চিত করেন। বাইবেলের ঘটনা আমদের জীবনের গতি বদল করে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে ও নতুন করে শুরু করার তাগিদ দেয় ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

ক) মথিকে আহবান (*মথি ৯:৯-১৩*): যিশু এমন একজনকে তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন, যে মানুষের চোখে মহাপাপী। লেবী/মথি যিশুর ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনের পরিবর্তন করেন ও নিজেকে যোগ্য করে তোলেন যিশুর শিষ্য হওয়ার। যিশুর ডাকে, নামে ও স্পর্শে মহাপাপীও মঙ্গলসমাচার প্রচারে যিশুর সঙ্গী হতে পারে। "আমি দয়াই চাই; বলিদান নয়" (*মথি ৯:১৩ক*)। এই

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশ্বাসের অঙ্কুরোদগম

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টবিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করেই মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল এবং তা প্রসারতা লাভ করেছিল। "... তুমি তো 'পিতর' (অর্থাৎ পাথর) আর এই পাথরেরই ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব। অধোলোকের শক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না *(মথি ১৬:১৮)*।" এভাবে মনোনীত শিষ্য পিতর হয়ে উঠেছিলেন প্রেরিতশিষ্যদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। ফলশ্রুতিতে, শিষ্য পিতর ও অন্যান্য শিষ্যগণ খ্রিস্টের পুনরুত্থানের ভিত্তির ওপরেই খ্রিস্টমণ্ডলী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা মৃত খ্রিস্টকে প্রচার করেননি, প্রচার করেছিলেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে।

খ্রিস্টের আগমন রহস্য

প্রভু যিশুখ্রিস্টের আগমন সাধারণ কোন ঘটনা ছিল না। পিতা ঈশ্বরের অসীম পরিকল্পনায় নবীনা হবা কুমারী মারীয়া গর্ভবতী হন পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তিনি প্রসব করে নবজাত খ্রিস্টরাজাকে। এভাবে পুত্র ঈশ্বর যিশুখ্রিস্ট এই পৃথিবীতে আসেন। তিনি মানব ইতিহাসের অংশী হন। তিনি ঘোষণা করেন পিতার বাণী, সকলকে ডাকেন পরম পিতার আশ্রয়ে। এভাবেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছিল। প্রভু যিশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহনের পর শিষ্যদের ওপর সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়। শিষ্যগণও সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে খ্রিস্টের আগমনকে সার্থক করে তুলেছেন।

শিষ্যদের মতিভ্রম

ঐতিহাসিকভাবে ইস্রায়েল জাতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হয়েছে, শিকার হয়েছে বঞ্চনার। ফলে তাদের স্বপ্ন ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং একজন স্বাধীন শাসকের, যার অধীনে তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। তাই যিশুর আগমনে যেভাবে মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, বহু লোক যখন তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে, তখন শিষ্যদের মনে হয়েছিল যে, ইস্রায়েলের মুক্তি সন্নিকট। যিশু শীঘ্রই রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন; আর তারা নিশ্চয়ই সেই রাজার পাশে থাকবে এবং অনেক সম্মানের আসন লাভ করবে। আমরা লক্ষ্য করি, জেবেদের দুই ছেলে যাকোব ও যোহনের মা যিশুর কাছে এসে তাই আগে থেকেই একটা সম্মানের আসন চাইছেন, "আপনার আদেশে আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের মধ্যে একজন যেন আপনার ডান পাশে আর একজন আপনার বাঁ পাশে বসতে পায় *(মথি ২০:২১)*।" আসলে শিষ্যরা এমনকি লোকেরা তখনো বুঝতে পারেনি যে, যিশুর রাজ্য আধ্যাত্মিক রাজ্য। তারা তখনও মনে করছে, যিশুর রাজ্য দাউদের মতোই ঐশ্বর্যমণ্ডিত পার্থিব রাজ্য হবে এবং তা শীঘ্রই স্থাপিত হবে। সুতরাং তারা আগেভাগেই সেই রাজ্যের সম্মান ও ক্ষমতার আসন নিজেদের করে রাখতে চেয়েছিল। এমনকি শিষ্যদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় তা নিয়েও তাদের মধ্যে তর্ক বেঁধেছিল! যেদিন যিশু জেরুসালেম নগরীতে প্রবেশ করেন, সেদিন লোকেরা তাঁকে রাজা বলেই স্বাগত জানায় এবং তাঁর নামে জয়ধ্বনি তুলে। এতে পুরো জেরুসালেমেই সাড়া পড়ে যায়। ফলে শিষ্যদের সেই পার্থিব রাজ্যের ধারণা দৃঢ়তর হয়েছিল। কিন্তু এই সবকিছু ছাপিয়ে যখন তারা দেখল, যিশুকে বন্দী করা হয়েছে, কষাঘাত করা হয়েছে এবং শেষে সেই সময়কার সবচেয়ে লজ্জাজনক দণ্ড ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তখন তাদের যেন মতিভ্রম হলো। তারা পালিয়ে গেল, আত্মগোপন করল।

শিষ্যদের স্খলন: প্রভু যিশু বারবার তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তাঁর প্রতি বিশ্বাসের জন্যই সংসার তাদের ঘৃণা করবে, লাঞ্ছিত করবে এমনকি মেরেও ফেলবে। তবুও তারা যেন বিশ্বাস না হারায়, কারণ তিনি তাদের সংসার থেকে মনোনীত করে রেখেছেন। "সংসার যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রেখো, তোমাদের ঘৃণা করবার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে! তেমরা যদি সংসারের লোক হতে, তাহলে সংসার তোমাদের আপন বলেই ভালোবাসত। কিন্তু তোমরা তো সংসারের লোক নও, বরং তোমাদের মনোনীত ক'রে সংসার থেকে আমি তোমাদের পৃথক করে রেখেছি *(যোহন ১৫:১১৮-১৯)*।" তিনি এও বলেছিলেন যে, তাঁকে কষাঘাত করা হবে, মেরে ফেলা হবে আর শিষ্যদের স্খলন ঘটবে। তখন শিষ্য পিতর জোর গলায় বলেছিল, "অন্য সকলের স্খলন হলেও আমরা কিন্তু হবে না , আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মরতেও হয়, তবুও আমি যে আপনারই একজন, তা আমি কখনো অস্বীকার করব না *(মার্ক ১৪:২৯-৩০)*।" মূলত প্রভু যিশু আগাগোড়া সমস্তই শিষ্যদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তবুও যিশু আসলে কি বলছেন বা আসলে কি ঘটতে চলেছে তা শিষ্যরা যেন ঠাউরেই উঠতে পারেনি! তাই শত্রুরা যখন যিশুকে ধরতে এল, তখন শিষ্যরা সেই গেৎসিমানী বাগান থেকেই যিশুকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের ভয় ছিল যে, হয়তো তাদেরকেও যিশুর মতই ধরে দণ্ড দেওয়া হবে বা মেরে ফেলা হবে। যিশু যে তাদেরকে আগেই সতর্ক করেছিলেন এবার যেন তারা তা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছে। আর দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দেওয়া পিতর প্রাণের ভয়ে যিশুকে তিনবার অস্বীকার করল! অন্য শিষ্যরাও পালিয়ে গেল।

যিশুর মৃত্যু ও শিষ্যদের পরিণতি

প্রভু যিশু ভবিষ্যদ্বাণীতে বারবার শিষ্যদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন যে, তাকে দণ্ডিত করা হবে, কষাঘাত করা হবে এবং শেষে মেরে ফেলা হবে। তবে তিনি এও উল্লেখ করেছিলেন যে, শেষ দিনে তিনি পুনরুত্থান করবেন, "মানবপুত্রকে মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হবে আর তারা তাকে হত্যা করবে। তবে নিহত হবার তিন দিন পরে সে পুনরুত্থান করবে *(মার্ক ৯:৩১)*।" অথচ সব কিছু জানার পরও শিষ্যরা লুকিয়েছিল; "সেই একই দিনে, অর্থাৎ রবিবারে, সন্ধ্যাবেলায় শিষ্যেরা যেখানে ছিলেন, ইহুদী ধর্মনেতাদের ভয়ে সেই ঘরের দরজাগুলো যদিও খিল দিয়ে বন্ধ করা ছিল" অর্থাৎ যখন যিশুকে গ্রেফতার করা হল, তখন সকল শিষ্য পালিয়ে গেল *(মথি ২৬:৫৬)*। কিন্তু পিতর ও যোহন একটু আড়ালে থেকে জনতাকে অনুসরণ করছিল (যোহন ১৮:১৫)। তবে যোহন যিশুর মৃত্যুর সময় ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল (যোহন ১৯:২৫-২৭)। অন্যান্য শিষ্যরা এই সব কিছু দেখে একটি ঘরে লুকিয়ে রইল। কারণ যিশুর শিষ্য হিসেবে তাদেরকেও যদি হত্যা করা হয়! মোটকথা, প্রভু যিশুর মৃত্যুর পর প্রেরিতশিষ্যদের মনের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়! তাদের বিশ্বাস মৃতপ্রায়, উচ্চাশা ধূলিসাৎ, স্বপ্ন ভেঙে খান খান, আধ্যাত্মিক স্খলন, বোধ-বুদ্ধির মতিভ্রম, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং অন্যদিকে জীবননাশের ভয়! এমন পরিস্থিতির কথা শিষ্যরা তো কেনদিনই কল্পনা করেনি!

খ্রিস্টের পাতালে গমন

মাণ্ডলিক ঐতিহ্য ও বিশ্বাস অনুসারে 'প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র' খ্রিস্টযাগে ও বিভিন্ন

প্রার্থনাসভায় আবৃত্তি করা হয়। সেখানে লেখা আছে, "পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন; ক্রুশবিদ্ধ, গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হইলেন, পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিলেন" অর্থাৎ প্রভু যিশু মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পাতালে প্রবেশ করলেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা'য় বলা হয়েছে যে, যিনি রাজার রাজা, তিনি পাতালে গমন করলেন যেন যারা জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে পরিত্রাণ লাভের অপেক্ষায় আছে তাদের তুলে আনতে পারেন। তবে তিনি তাদেরই তুলে আনবেন যারা পরিত্রাণ পাবার যোগ্য। কেননা ক্রুশে মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ বলি হয়ে তিনি পাপের বন্ধন ছিন্ন করেছেন এবং নরকের দ্বার ভেঙে দিয়েছেন। তিনি সেখানে গিয়েছেন মুক্তিদাতা হিসেবে তাদের কাছে মঙ্গলসমাচারের সুখবর প্রচার করার জন্যে এবং শৃঙ্খলিতদের স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য (কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ৬৩২-৩৫)।

বিশ্বাসের অঙ্কুরোদগম: অঙ্কুরোদগম হলো বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদ বা চারা উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া। সহজ ভাষায় বলা যায়, অঙ্কুরোদগম হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে উদ্ভিদ বীজ থেকে বৃদ্ধি পায়। অঙ্কুরোদগমের ইংরেজি হলো Germination. যখন আমরা কোন বীজ মাটির নিচে পুঁতে দেই, তখন সেটি ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে মাটির উপরে উঠে আসে। এভাবে একটি বীজের মধ্যে যে জীবনের সম্ভাবনা থাকে, সেই জীবন উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে বৃক্ষে পরিণত হওয়ার প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করে। এটাই হল অঙ্কুরোদগম।

সেই সময়ে বিষাদগ্রস্থ ও ভয়ার্ত শিষ্যগণ একসাথে একটি ঘরে লুকিয়ে রয়েছেন। কি হবে, কি হবে না, কেমন হবে, কেমন হবে না, তাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে? এসব বিষয়ে সকলে উদ্বিগ্ন! এমন সময়েই প্রথমে মাগদালার মারীয়া এবং পরে দুই শিষ্য পিতর ও যোহন যিশুর শূন্য সমাধি দেখল *(যোহন ২০:১-১০; মথি ২৮:১-৮; মার্ক ১৬:১-৮; লুক ২৪:১-১২)*। বস্তুত, প্রভু যিশু পুনরুত্থিত হলেন। তিনি দেখা দিলেন মাগদালার মারীয়াকে *(যোহন ২০:১১-১৮; মার্ক ১৬:৯-১১)*; দেখা দেন এম্মাউসের পথে দুজন শিষ্যকে *(মার্ক ১৬:১২-১৩; লুক ২৪:১৩-৩৫)*; পরিশেষে, বদ্ধ ঘরে সমবেত শিষ্যদের কাছে দেখা দেন, "তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'! এবং এই কথা বলে তিনি তাঁর দুটি হাত আর বুকের পাশটি তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে সামনে দেখে শিষ্যরা তো মহা আনন্দিত! তখন যিশু তাঁদের আবার বললেন, 'তোমাদের শান্তি হোক'! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমনি আমার দূত করে তোমাদের পাঠাচ্ছি! এই কথা বলার পর তিনি তাঁদের লক্ষ্য ক'রে এবার ফুঁ দিলেন, তারপর বললেন: 'এবার তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর! *(যোহন ২০:১৯-২২)*।"

মূলত প্রভু যিশুর মৃত্যু ও সমাধির মধ্যদিয়ে তাঁর প্রতি শিষ্যগণের বিশ্বাসের সমাধি ঘটেছিল। কিন্তু যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে সেই বিশ্বাস পুনরায় অঙ্কুরিত হতে শুরু করল। যে বিশ্বাস অধোলোকের গভীরে চলে গিয়েছিল, তা আবার নতুন করে অঙ্কুর হয়ে পল্লবিত হতে শুরু করলো। তবে এ বিশ্বাস অঙ্কুরিত না হলে খ্রিস্টধর্ম হয়তো সেখানেই থেমে যেতো এমনটি ভাবার সুযোগ নেই, কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পনা কখনো ভেস্তে যায় না; আর যা কিছু ঘটেছে, তা ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনাতেই ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে, শিষ্যগণ যেন এক নতুন বিশ্বাসের নবপল্লব ধারণ করলেন, উদ্দীপিত হলেন নতুন শক্তিতে, ফিরে পেলেন তাদের খ্রিস্টবিশ্বাস।

অঙ্কুরিত ও পল্লবিত খ্রিস্টমণ্ডলী

পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ শিষ্যগণ নতুন উদ্যোম ও স্পৃহা লাভ করলেন। তাঁরা সমস্ত ভয় জয় করলেন। স্বর্গে আরোহনের পূর্বে প্রভু যিশু তাদের বললেন, "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা করো মঙ্গলসমাচার! যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। যে বিশ্বাস করবে না, সে কিন্তু শাস্তিই পাবে *(মার্ক ১৬:১৫-১৬)*।" এভাবে প্রভুর আদেশ পেয়ে শিষ্যগণ তাদের ভয়-ভীতি, লজ্জা ও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন প্রচার কাজে। ফলে, দিকে দিকে প্রভুর বাণী প্রচারিত হল। দেশ হতে মহাদেশে পৌঁছে গেল প্রভুর সুসমাচার। আর এভাবে খ্রিস্টমণ্ডলী দিনে দিনে নবরূপে নবপল্লব ধারণ করে সুশোভিত মহীরূহে পরিণত হলো। ফলে একটি বৃহৎ মণ্ডলী পেল তার বৃহৎ বিশ্বাসীবর্গ।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান খ্রিস্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের ভিত্তি। তিনি পুনরুত্থান করেছেন বলেই হতাশাগ্রস্থ শিষ্যরা তাদের হারানো বিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল এবং তাঁর প্রতি অটুট বিশ্বাস রেখে মণ্ডলীর ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিল। ফলে খ্রিস্টের স্থাপিত মণ্ডলী পুষ্পে-পল্লবে সুশোভিত হয়েছিল। তাই খ্রিস্টমণ্ডলীর এ প্রসারতা ও স্থায়ীত্বে প্রেরিতশিষ্যদের বিশ্বাসের অঙ্কুরোদগম আবশ্যকীয় বিষয় ছিল॥ ❑

পুনরুত্থান: নব জীবনে অংশগ্রহণ

(৯ পৃষ্ঠার পর)

পুনরুত্থান উৎসবে আমি কতটুকু দয়ালু হওয়ার সাধনা করেছি। না-কি অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছি, গরীব অসহায় বলে তাড়িয়ে দিয়েছি।

খ) ব্যভিচারিনী স্ত্রীলোক (*যোহন ৮:২-১১*): যিশুর আদালতে বিচার হল অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনের পরিবর্তন। যিশু কাউকেই কোন দোষারোপ করলেন না ও কোন পক্ষই অবলম্বন করলেন না বরং ব্যক্তি জীবনের দুর্বলতাকে ধরিয়ে দেন ও নারীকে নতুন জীবন দানে সমাজে অধিকার দেন। আমরা অপরকে দোষারোপ করি। অনেক সময় এক পক্ষকে সমর্থন করে সমস্যার সমাধান না করে আরও বাড়িয়ে তুলি, নিজেকে নিয়ে জাহির করে বলি আমি কিছু করেছি। ভুলে যাই আমিও সীমাবদ্ধ মানুষ। পুনরুত্থান হল নব জীবনের অধিকার নিশ্চিত করা।

গ) অপব্যয়ী পুত্র ও দয়ালু পিতা (*লুক ১৫:১১-৩২*): ছোট ছেলে নিজের দুর্বলতা (পাপ) স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও পিতার ভালোবাসা উপলব্ধি করেছে। বড় ছেলে পিতার কাছে থেকেও, পিতার ভালোবাসা ও অধিকার বুঝতে পারে না। নিজেকে মহান করতে গিয়ে অহংকারে নিজের অধিকারই ভুলে গেছে ও অন্যকে ছোটভাই) গ্রহণে কত অনীহা। ছোট ভাইয়ের মন পরিবর্তন, বাড়িতে ফিরে আসা সহ্য করতে পারে না। আমরাও তো অনেক ক্ষেত্রে তা-ই করি। নিজের অবস্থান ধরে রাখতে, ক্ষমতা দেখাতে অন্যকে হেয় পতিপন্ন করতে কোন দ্বিধাবোধ করি না। আমি/আমরা কাজ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দাসত্বে পরাধীন হয়ে আছি। অন্যের পরিবর্তনে আনন্দ পাইও না, করিও না। এমন মনোভাবের পরিবর্তন পুনরুত্থানে অবশ্যই দরকার। আর এতেই সত্য হয় পুনরুত্থানের আনন্দ।

উপসংহার: পুনরুত্থানে যিশুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও সম্মিলিত জীবনে অংশগ্রহণ। নিজের জীবনের অবস্থা, মূল্যায়ন, পরিবর্তন ও অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে এগিয়ে চলাই পুনরুত্থান। প্রতি বছর পুনরুত্থান উৎসবে অংশগ্রহণ করে জীবনের মূল্যায়ন করি। বিশ্বাসের জীবনের নবায়ন ঘটিয়ে নতুন করে সম্মিলিতভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখি। আমাদের জীবন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও অন্যদের সাথে অংশগ্রহণমূলক। আমাদের সবার সক্রিয় অংশগ্রহণেই যিশুর পূর্ণ দেহ হয়ে উঠে, কেননা আমরা সকলে একই আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি (*১ম করিন্থীয় ১২:১২-১৩*)। সক্রিয় আনন্দিত জীবনই নব জীবন। খ্রিস্টের পুনরুত্থান নব জীবনের সূচনা॥ ❑

বাঙালির প্রাণের উৎসব

ব্রাদার আন্তনী অনন্ত হেম্ব্রম সিএসসি

এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে,
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই হৃদয় উদ্দেলিত গানটি শুনলে বাঙালির মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, দোলা দিয়ে যায় অন্তর। এই সাথে মনে করিয়ে দেয় পুরাতন বছরের সকল জরা-জীর্ণতাগুলো ধুয়ে-মুছে নতুন বছরটিকে স্বাগত জানাতে। পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের এই দিনটি প্রত্যেকজন বাঙালি জাতির জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ একটি সকাল বা নতুন সূর্যোদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ। এটি সমস্ত বাঙালি জাতির একটি সর্বজনীন উৎসব এই দিনটিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে মহাআনন্দের সাথে বরণ করে নেওয়া নতুন বছরকে। আশীর্বাদ ও নতুন জীবনের প্রতিক হলো নববর্ষ। অতীত জীবনের সকল ভুল-ত্রুটি জরা-জীর্ণতা, ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে জীবন যাপন, সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে উদ্‌যাপিত হয় বাংলা নববর্ষ। বাংলা নববর্ষ পালনের সূচনা হয় সম্রাট আকবরের সময় থেকে। এরপর থেকেই এটি ধীরে ধীরে চর্চা করা হয় পরিবারে এবং সমাজে। এতে করে পহেলা বৈশাখ আরো বেশি আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। অতীত কালে বাংলা নববর্ষের এই দিনটির মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোটাই ছিল যেন অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপার। গ্রামে গঞ্জে ও নগরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের প্রারম্ভে তাদের পুরানো সকল হিসাব সম্পন্ন করতেন ও নতুন হিসাবের খাতা খুলতেন। তাদের সকল খদ্দেরের জন্য মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করতেন; যা আজও বহমান এবং লক্ষ্যণীয়। পহেলা বৈশাখ যেন গ্রামীণ জীবনের সাথে অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এই দিনে গ্রামে অন্য রকম সাড়া পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় সকল শ্রেণির মানুষ, ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজেদের ঘর বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে। এই দিনে তারা একটু ভাল খেতে চায়, একটু ভাল কাপড় পরিধান করতে চায়। কারণ তারা সকলেই বিশ্বাসী যে, এই দিনটি খুব ভাল করে কাটাতে পারলে সারাটি বছর তাদের মঙ্গল হবে। পহেলা বৈশাখে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য হলো বিভিন্ন রকম পিঠা পায়েশ এর আয়োজন করা। নববর্ষের এই দিনটিতে ঘরে ঘরে বেড়াতে আসে বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন। তারা একে অপরের সাথে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং সকলের ভবিষ্যতের মঙ্গল কামনা করে। নববর্ষের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলো বৈশাখী মেলা; এটি একটি সর্বজনীন মেলা। এই মেলায় বাংলার সকল জাতির মানুষ একত্রে মিলিত হয় বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সব মানুষ বিভিন্ন সাজে মেলায় বেড়ায়ে যায় তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলেরা পড়ে পাঞ্জাবি ও পায়জামা অনেকে ধুতি, লুঙ্গিও

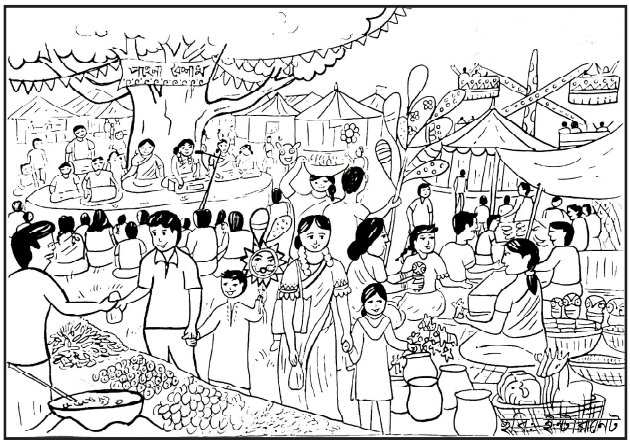

ছবি: ইন্টারনেট

পরিধান করে এবং মেয়েরা পরিধান করে বিভিন্ন রঙের শাড়ি, কপালে দেয় টিপ, মাথায় বেলী ফুলের মালা। সকলে যেন মতোয়ারা হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠানে। দিনের শুরুতে নতুন সূর্যোদয়ের বরণের মধ্যদিয়ে আরম্ভ হয় এই দিনের যাত্রা, সমস্বরে গাওয়া হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গান, "এসো হে বৈশাখ, এসো, এসো।" এরপর বিভিন্ন শিল্পীগণ গান গেয়ে থাকেন, গাওয়া হয় লোকগীতি, ভাটিয়ালি, পল্লিগীতি। দেখানো হয় পুতুল নাচ এবং বায়োস্কোপ। পাশাপাশি থাকে কবিতা আবৃত্তি এবং বিভিন্ন ধরণের দেশিয় খেলা-ধুলার আয়োজন করা হয়। রাজধানী ঢাকার রমনার বটমূলে আয়োজন করা হয় বৃহদাকারে এই ঐতিহ্যবাহী মেলা। সেখানে বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পান্তা-ইলিশ খাওয়া হয়; যা বাংলার সংস্কৃতির একটা বড় অংশ। যদিও আজ প্রায় সকল স্তরের মানুষের কাছে এই বিশেষ দিনে পান্তা-ইলিশ খাওয়া ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কালের বিবর্তনে আজ ঐতিহ্যবাহী বৈশাখি মেলার বিভিন্ন কার্যক্রম হারিয়ে যাচ্ছে চর্চার অভাবে। অতীতের মতো এখন আর দেখা যায় না নাগর দোলা, পুতুলনাচ, বায়োস্কোপ দেখার মতো অনেক কিছু।

আমাদের এই বাঙালির প্রাণের মৃতপ্রায় উৎসবকে আমাদের পুনরায় জীবন দান করার জন্য আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জেলা ভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে সচেতন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেওয়া অতীব জরুরী। যদি আমাদের এই হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য আমরা হারিয়ে ফেলি তাহলে আমরা শেকড়বিহীন জাতিতে পরিণত হব। তাই আসুন, আমার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা প্রথমে নিজেরা সচেতন হই, এবং অন্যকে সচেতন হতে অনুপ্রেরণা দিই ও যথাযথ সাহায্য করি। আমরা প্রকৃত বাঙালি হয়ে জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে আসুন সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিই আমাদের হৃদয়ের দ্বার। সকল ব্যর্থতা ভুলে আসুন আমরা সবাই একসাথে সামনের পথে এগিয়ে যায়॥ ❑

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ

তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার (৩য় তলা), ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও ঢাকা- ১২১৫।
রেজিঃ নং- ৩৭/৮৭, ০৭/০১, ১০/০৪ ও ২০/১৪, মোবাইল : ০১৬৮০-৯৩০৮৭০।
E-mail : npcssl.dhk@gmail.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১২ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ : শুক্রবার, সময় : সকাল ৯:৩০ মিনিট
স্থান : তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

এতদ্বারা "নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ" এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১২/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা, সমিতির ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয় পত্র/পাশবই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে-

গ্ল্যান নিউটন গোনসালবেছ
প্রেসিডেন্ট
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

জুলিয়েন স্টিভেন গোনছালবেছ
সেক্রেটারি
নোঃ প্রঃ খ্রীঃ সঃ সঃ লিঃ

বিজ্ঞ/১৪০/২৩

ফিরে আয় আগুন পাখি

রবীন ভাবুক

ছবি: ইন্টারনেট

পারবো না! ওর সাথে শুরু হয়েছিল এই কথা দিয়েই। কিন্তু তারপর সবই পারবো। সেও এবং আমিও পেরেছি। দুজনেই কাছাকাছি আসতে পেরেছি। অনেকদিন বাদে ওকে রাস্তায় দেখলাম। একবার ডাক দিয়েছিলাম, কিন্তু সাড়া দেয়নি। ওদের মহল্লা ছাড়ার পর আরো একবার দেখেছিলাম, সেও দেখেছে। কিন্তু কথা হয়নি। হবেই বা কি করে, কেউই মনে হয় সেদিনের নিঃস্বার্থ কমিটমেন্টের কথা মনে করিনি। ওকে আমি আগুন পাখি বলে ডাকতাম। ও ছিলই আসলে একটা পাখির মতো উড়ন্ত গাংচিল। যেন আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে চলা একটা পাখি। তাই আগুন পাখি বলতাম। তখন ওর স্বভাবের সাথে মিশেছিল নামটা। কিন্তু সেদিন যখন দেখলাম, মনটা হুহু করে উঠলো। এই আগুন পাখি কি ওই আগুন পাখি। কেমন যে বৃষ্টির শেষ ধারাটার মতো ধরে এসেছে। কিন্তু, ও তো ছিল উচ্ছল বৃষ্টি। খুব মায়া লাগছিল ওকে। সত্যি বলতে আমি কখনোই ওকে ভুলিনি। ও যে ভুলে গেছে তাও জানি না। ওকে ভালোবাসাটা আমার প্রথমে ভুল মনে হয়েছিল, কিন্তু এরপর সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলে গেছে। এভাবেও যে মানুষকে ভালোবাসা যায়, তা আগুন পাখিই শিখিয়েছিল।

সেদিন হাল্কা বৃষ্টি হয়েছিল। বিকেলে গলির সামনে দেখেছিলাম দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও যাবে বলে মনে হয়। ওর চোখে চোখ পড়তেই মিষ্টি একটা হাসি দেয়। এমনিতেই দিনে বৃষ্টি, তাই আবহাওয়াটা একটু ঠাণ্ডা। হালকা ফ্যান চালিয়ে বুকের উপর একটা কাঁথা দিয়ে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছি। রাত বারোটার মতো বাজে। হুট করে ফোনে আওয়াজ এলো। ফোন ধরে দেখি একটা লাইক ইমোজি। দুইদিন আগে আগুন পাখিকে একটা প্রোগ্রামের ফরমেট লিখে দিয়েছিলাম। সেটার উত্তরেই এই লাইক ইমোজি। আমিও একটু রসিকতা করে লিখলাম, পারবো না। সে একটা হাসি ইমোজি দিয়ে বললো, কি পারবেন না? আমি বললাম, যে আঙ্গুল দিয়েছেন, তা আমি খাই না! সেও তখন মজা করা শুরু করেছে। জানতে চাইলো ঘুমাইনি কেন! বলেছিলাম এমনিতেই। একটু কাজ ছিল তা শেষ করে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছি। কফি হলে ভাল হতো। সে বললো, সাধ্যে থাকলে দিয়ে আসতাম। তারপর সে বললো, ঠিক আছে, কাল একটা গিফট্ দিব। এভাবেই শুরু আগুন পাখির ডাকে নতুন সুরে কিঁচিরমিচির!

অনেক কথা, অনেক শেয়ারিং। পরের দিন শুয়ে আছি, হুট করে দরজা খোলার শব্দ। চোখে ঘুম, আবার ঘুমিয়ে গেলাম। হঠাৎ নরম হাতের স্পর্শে চোখ খুললাম। অনেকটা অবাক এবং ভরকেও গেলাম। একি! সামনেই গতকালের সেই মানুষটাই তো মনে হয়। স্বপ্ন দেখছি নাতো। লাল কাপড়ে, পিঠ ছড়িয়ে চুলগুলো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। একটা পরি যেন মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টানছে। যেন নিয়ে যাবে সেই কল্পনার সুখের রাজ্যে। কিছু বুঝে ওঠার আগেও কপালে চুমো দিয়ে বললো-

- শুভ সকাল!

সেদিনের শিহরণ আজো হৃদয়ে দোলা দেয়। ভুলতে পারি না। আসলে সবকিছুর পর একটা প্রশ্ন মনে আসে, সত্যি কি আগুন পাখি সব ভুলে গেছে? সত্যি কি ভালোবেসেছিল নাকি স্বার্থপরতা ছিল? ও কি আসলেই স্বার্থপর একজন মানুষ! ভাবতে চাই না, কিন্তু ওর নিরুত্তর উত্তরগুলো তাই বলে দেয়।

সেদিন আসলে সকালটা ছিল আমার জন্য অন্যরকম। ওর স্পর্শ, ওর চাহনী, ওর দেহের প্রতিটা রন্ধ্র যেন আমাকে মাতাল করে রাখতো। এক সন্ধ্যায় এসেছিল আমাকে বুকে। মাথা রেখে বলেছিল, তুমি থেকো প্রিয় আমার হয়ে। কপালে ছোট টিপ, মুখে দুষ্টু হাসি, লাল রংয়ের সেই কাপড়টা, চুলগুলো মুখের উপর ছুয়ে দিয়ে আমাকে করেছিল মাতাল প্রেমিক। ওটা যেন এক অবচেতন ঘুম, আর ভাঙ্গে না, কূল নেই, কোনো অবসাদ নেই। যেন তটিনির ছায়ায় পথিক আজ শান্ত। এভাবে আগুন পাখি বার বার ফিরে আসে, নিয়ে যায় নতুন স্বপ্নের দেশে। আমি ভাবতাম, এই হাতটা কখনোই ছাড়বো না, তাতে যত ঝড়ই আসুক। আগুন পাখিও কথা দিয়েছিল, কোনোভাবে সে আমাকে হারাতে দেবে না। সারা জীবন হাতটা ধরে রাখবে। ওকে নিয়ে কিছু সৃষ্টিশীল কাজ করারও ইচ্ছে ছিল। ওর কিছু গুণ ছিল, যা আমাকে ভাবাত। কিন্তু সেগুলো আর ডানা মেলেনি ওর একগুয়েমি এবং নির্লিপ্ত মানসিক নির্ভাবনার জন্য। ওর চুলগুলো ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। একদিন দেখি কিছুটা চুল ছেটে ফেলেছে, সেদিন খুব মন খারাপ হয়েছিল। ওর ঠোঁট সব সময় যেন কথা বলতো। আসলে আমাকে ওর হাঁটা-চলা, কথা বলা, ওর চলে যাওয়ার বাতাসও আমার হয়ে গিয়েছিল। ওর জন্য মায়া লাগতো খুব। অনেক পরিশ্রমী ফুটফুটে আগুন পাখি, সেই সকালে বের হয়ে যেত। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে, ঘর পরিষ্কার, রান্নাবান্না, টুকিটাকি নানান কাজ করে যেত এক নাগারে। কখনো ক্লান্ত হতে দেখিনি। তার কাছের মানুষগুলো যেন দেখে দেখতো না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওকে নিয়ে দূরে চলে যাই, যেখানে ওর প্রতিমা মুখটি সব সময় উচ্ছল থাকবে। কিন্তু সমাজ সংসার তো তা দেবে না। তাই, এভাবেই দু'জনে চিরকাল পাশাপাশি পথ চলার স্বপ্ন সাজিয়ে নেই। এটাও ভেবেছিলাম ওকে নিজে দূরদেশেই এক সুন্দর আকাশ তলে উড়ে বেড়াবো। যেখনে সমাজ-সংসারের কোনো বাঁধা থাকবে না।

সবই ঠিক ছিল, চলছিল আমাদের মতোই। হঠাৎ একটা ঝড় চলে আসে অলক্ষে। একটা মিথ্যে ঝড় এসে দাঁড়ায়। ওদের বাসার দ্বিতীয় লোলুপ পিচাছটা যে ওর দিকে আগেই নজর দিয়েছে, তা বুঝেছিলাম। টাকার গরমে সে আগুন পাখিটাকে বার বার হাতছানি দিচ্ছিল। সেদিন বাড়ির মালিক নিয়ে এসে, ঘরের লোক নিয়ে লোলুপ টাকার পিচাছটি আমার আগুন পাখির সামনেই আমাকে অপদস্ত করলো। আমার পাশে থেকে কোনো কিছুতো বলেইনি, বরং ওদের হয়েই কিনা আমাকে এভাবে চড়াও হলো। সেদিন রাতে অনেক কেঁদেছিলাম। আমার পবিত্র ভালোবাসা কি তা হলে মিথ্যে ছিল! আগুন পাখি কি টাকার কাছে বিক্রি, নাকি তার উদ্যাত অহমিকা তাকে মাতাল করে দিয়েছে অনিশ্চয়তার বিদেশ বিভূই পথে। রাতে জ্বর চলে আসে, ভেবেছিলাম একবার হয়তো খোঁজ নেবে। কিন্তু অনিশ্চিত আগুন পাখি, সেদিনই যেন ডানা ঝাপটাতে

ঝাপটাতে একটা নিকশ কালো অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এরপর আর আমার আগুন পাখিকে যেন দূরন্ত আকাশে ছুটতে দেখিনি। যেদিন চলে এলাম ওদের মহল্লা ছেড়ে, সেদিন লিখেছিল-

- ভাল থাক, অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি। পারলে ভুলে যেও।

আসলেই কি এটা সম্ভব! ও কি ভুলতে পেরেছে? ও কি কখনোই শিহরিত হয়না আমার স্পর্শ, গন্ধ, নির্মল নিঃস্বার্থ ভালোবাসার! নাকি টাকার হাতে স্বার্থের কবলে ও আজ ছটফট করছে। ভালোবাসা কি সত্যিই স্বার্থপর। এত সহজে বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাটা ধ্বংস করা যায়। আসার পর একজন দাবি করে কিছু অর্থ পায়। কিন্তু এটা নিয়েও লোলুপ পিচাছ অনেক নাটক সেরেছে। অবশেষে দাবিদার টাকাওয়ালাকে ডেকে ঠিকই টাকা দিয়েছি। কারণ, হয়তো আগুন পাখির প্রয়োজন। কিন্তু, আমার মনে হয়, তাও আগুন পাখি জানে না। কারণ ওরা তো আগুন পাখিকে সত্যি বলে না। মিথ্যে বেড়াজালে ওকে ঠকিয়ে চলেছিল নানাভাবে। আগুন পাখির প্রিয় মানুষটাও যে তাকে ঠকিয়েছে নানানভাবে, তাও আমি দেখেছি। কখনোই মূল্য দেয়নি ওকে। ওর সৌন্দর্য, ওর চাওয়া-পাওয়ার, ওর অনুভূতির সঠিক মূল্য দিতে কখনোই দেখিনি বরং নানা রংয়ের প্রজাপতি ছুয়ে আগুন পাখিকে করেছে অপবিত্র এবং নির্মোহ খণ্ডিত মাংস পিণ্ডে! আর আগুন পাখিকে খাঁচায় আটকিয়ে মনভোলানো বুলিতে আবিষ্ট করে জীবনের সরসতা থেকে বঞ্চিত করেছে। পাছে পাখিটা কষ্ট পায়, তাই কখনোই কিছু বলিনি। আর বলবোও না! ওদেরই বা কি দোষ! যে মানুষটা বুকের মাঝে টেনে নিয়ে নতুন সূচনা এনে দিয়েছে, সেই তো সেই সুন্দর সৃষ্টিকে অবহেলা, অপমান আর নিজের হিংসাত্মক অবহেলা দিয়ে ধ্বংস করেছে। আজ হয়তো আমি ভাল আছি, কিন্তু ওকে ভাল থাকার ভাগ দিতে পারি না ওর ভুলের জন্য। আজো ভাবি কেন ও বুঝেনি সত্যি মিথ্যের তফাৎ। কেন ওর কাছে মূল্য পায় মনভোলানো মিথ্যে ভালোবাসা। কেন বুঝতে পারেনি নিঃস্বার্থ চোখের ভাষা এই আগুন্তকের চোখে। তুই উড়ন্ত আগুন পাখি, তুই মনভোলানো মাতাল নয়! তোকে শত রং এঁকে দিব নতুন করে! তবু তোর চেতনা হোক! তুই ডানা ঝাপটে মরিস না, তুই আবার উড়ে চল দিগন্ত জুড়ে তোর মতো করে! যে পারবো না দিয়ে শুরু, তুইতো পেরেছিলি, আজো পারবি সব মান-অভিমান ভুলে নতুন করে! কোনো প্রশ্নবোধক নয়, কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়, সবকিছু ছাপিয়ে দু'হাতে ফুলের ডালি সাজিয়ে! আমার বিশ্বাস একদিন ভুল ভাঙবে এই রঙ্গশালার। আগুন পাখি তো তেমনই, সব জাল ছিড়ে উড়ে চলে। একদিন ঠিকই উড়বে মুক্তবিহঙ্গে সেই পাখিটা, যে পাখিটা আমি দেখেছি, আমি আবিষ্কার করেছি।

হয়তো একদিন দেখবো, আমার আকাশ জুড়ে উড়ন্ত আগুন পাখি উড়ে আসছে শত রংয়ের ডালি নিয়ে ভুবন সাজাতে॥ ❑

স্বাধীনতা আসবে বলে

অ্যাডভোকেট একেএম নাসির উদ্দীন

স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন হল
৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারিতে
রফিক, জব্বার, শফিকরা শহীদ হল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৫২-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার নির্মিত হল
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হল
পাকিস্তান সরকারি নির্বাচনকে
অবৈধভাবে বাতিল করে দিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৫৬ সনের পাকিস্তানিদের শাসনতন্ত্র আন্দোলন
বীর বাঙালি ছাত্রজনতা
করে দিয়েছিল সে আন্দোলনকে ভন্ডুল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন হল
আইয়ুব খানের সামরিক শাসন
কোন বাঙালি নাহি মেনে নিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল
ছাত্ররা এ আন্দোলনে
খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৬২ এর শিক্ষানীতি নিয়ে আন্দোলন হল
ছাত্রজনতার তোপের মুখে
শিক্ষানীতি বাতিল হয়ে গেল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ সনে ৬ দফা উত্থাপিত হল
পাকিস্তানের স্বৈরশাসক
৬ দফা প্রস্তাব নাহি মেন নিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
বঙ্গবন্ধুর নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হল
ছাত্র জনতার বিক্ষোভের মুখে
পাকিস্তান সরকার মামলা তুলে নিতে বাধ্য হল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর নামে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়েছিল
ছাত্ররা আন্দোলনের মাধ্যমে
১৯৬৯ সালে এ মামলা বানচাল করে দিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
ছাত্র জনতার আন্দেলনে
১৯৬৯-এ আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হয়
পদত্যাগের ফলে ইয়াহিয়া খান
পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হন।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৬৯ সনে গণঅভ্যুত্থান হল
গণঅভ্যুত্থানের দিন পাকিস্তান সরকার
শহীদ আসাদসহ অনেকের প্রাণ কেড়ে নিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৭০ সনে গণভোট অনুষ্ঠিত হল
গণভোটের বিপুল ভোটে
বিজয়ী হয়েছিল আওয়ামীলীগ।
স্বাধীনতা আসবে বলে
পাকিস্তান সরকার গণভোটের রায়
বানচাল করেছিল
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী
১৯৭১ সনের ২৫ মার্চের কালো রাত্রে
বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
বঙ্গবন্ধু ৭১ এর ২৫ মার্চ রাত্রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল
১৯৭১ এর ২৬ মার্চ কালুরঘাট বেতার থেকে
স্বাধীনতার ঘোষণা জনগণের মাঝে প্রচারিত হয়েছিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
২৬ মার্চ হতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো
মুক্তিযুদ্ধের ফলে ত্রিশ লক্ষ লোক শহীদ,
দুই লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
নয়মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর
সত্যিকারের স্বাধীনতা এলো
৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস পেলাম।
স্বাধীনতা আসবে বলে
৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকসেনারা আত্মসমর্পণ করল
পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে
আমরা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ পেলাম।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৭১ এর ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
স্বাধীন দেশের পতাকা উড়ল
আমার সোনার বাংলা গানটি
বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৭১ এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দিল
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে বীর বাঙালি
দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
পাকিস্তান সরকার বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন নিষিদ্ধ করেছিল
রেডিও, টিভিতে পাকিস্তান সরকার
রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ করেছিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
২৫ মার্চ রাত আটটার পর
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার দিনকে
আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি।
স্বাধীনতা আসবে বলে
স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল
এ বেতারকেন্দ্রেই বাঙালিদের
মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছিল।
স্বাধীনতা আসবে বলে
অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়
এ সরকারের মাধ্যমেই
স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে
ভারতীয় বাহিনী মুক্তি বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে
বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করে।
স্বাধীনতা আসবে বলে
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী যৌথ
বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে
অবশেষে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর
বাংলাদেশ স্বাধীনতার কাঙ্খিত ফল অর্জন করে॥

কয়লা শ্রমিকদেরই প্রেসিডেন্ট হব আমি

এন্ড্রু এন্থনী (শুভ্র)

ছোট্ট বন্ধুরা, আজ আমি তোমাদের সাথে একটি ছোট ছেলের শৈশবকালের সুন্দর একটি ঘটনা সহভাগিতা করবো। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দের ১ আগষ্ট ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের মার্সেলস নগরীর "এক্স এন প্রোভান্সের" একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে এই ছোট ছেলেটির জন্ম হয়। তার বাবার নাম ছিল চালর্স এন্টন ডি' মাজেনড্। তিনি ছিলেন এক্স এন প্রোভান্সের বানিজ্য দপ্তরের হিসাব বিভাগীয় প্রধান ও সেখানকার পার্লামেন্টের সভাপতি। আর তার মায়ের নাম ছিল মেরী রোজ যোয়ান্নিস। তিনিও ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের মেয়ে।

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছো, আমি কার কথা তোমাদের বলছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরছো তোমরা। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানটি হলো, আমাদের সবার প্রিয়, সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড্। যিনি তার ঘটনাবহুল জীবনের মাধ্যমে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বেদনাময় পরিস্থিতি অন্তরে উপলব্ধি করে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর সাধু সুলপিসের সেমিনারীতে যোগ দেন এবং শত বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন পোপ দ্বাদশ লিওর অনুমোদন ক্রমে "মিশনারী অবলেটস্ অব মেরী ইম্মাকুলেট" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা করেন। সমাজের অবহেলিত, গরীব-দুঃখী ও নিপীড়িতদের নিয়েই ছিল তার প্রৈরিতিক জীবনের কর্মক্ষেত্র।

সাধু ইউজিন ডি' মাজেনড্-এর শৈশবকাল থেকেই মানুষের প্রতি তার অগাত-ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়। একবার হলো কি? ছোট্ট ইউজিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ী ফিরছিল। এমন সময় রাস্তায় শতছিন্ন জীর্ন পোষাক পরিহিত এক কয়লা শ্রমিকের সাথে তার দেখা হলো। শ্রমিকটিকে দেখে করুনায় তা মন বিগলিত হলো। ছোট ইউজিন তখন তার নিজের গায়ের দামী ও সুন্দর পোষাক খুলে শ্রমিকটিকে পরিয়ে দিলেন এবং শ্রমিকের ছেড়া-জীর্ন পোষাকটি নিজের গায়ে পড়ে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। ছেলের গায়ে শ্রমিকের জীর্ন-ছেড়া পোষাক দেখে তার মায়ের অনেক রাগ হলো এবং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ইউজিনকে বললেন, "ইউজিন, তোমার এই ছেলেমানুষীর কোন অর্থ হয় না, তোমার মত একজন সম্মানীয় পার্লামেন্ট সভাপতির ছেলের গায়ে এরকম ছেড়া-জীর্ন পোষাক পড়ে রাস্তায় হেঁটে আসা তোমার মোটেই শোভা পায় না।" কিন্ত ছোট ইউজিন সেদিন না বুঝেই খুবই শান্তভাবে তার মাকে উত্তর দিয়ে বললেন, "মা, তাহলে কয়লা শ্রমিকদেরই প্রেসিডেন্ট হব আমি।"

ফ্রান্সের একজন সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র হৃদয়ের অধিকারী। ছোট্ট বন্ধুরা, আমরাও যদি ছোট ইউজিনের সরলতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়ী ও নম্রতার মতো গুণাবলীগুলো আমাদের জীবনে উপলব্ধি করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমরা প্রত্যেকে হয়ে উঠতে পারি একজন প্রকৃত নির্ভীক খ্রিস্ট প্রেমিকা। ❑

ছোট্ট টিংকুমণিটা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

ছোট্ট এ টিংকু শিশুটার
নেই ডর ভয় কিছু তার
দৌড় ঝাঁপ দিয়ে খেলে আর
ঘুম কেড়ে নেয় বাবা মা'র।

কিন্তু এ টিংকুমণিটার
মাথায় ভাবনা পরীক্ষার!
দৌড়-ঝাঁপ খেলা ছেড়ে তার
মেলা বসায় বই খাতার!

টিংকু যায় পাঠশালায়
মন দেয় তার পরীক্ষায়
প্রথম হয়ে সে ক্লাশে তার
ভাবনা ঘোচায় বাবা মা'র।

জীবন যুদ্ধ

জাসিন্তা দাংগো

চলো নির্বিঘ্নে সম্মুখপানে
দুঃখ জয়ের মুক্ত প্রাণে
নাহি চাহ পিছে, মায়াজাল পিছে
মলিন অশ্রুজল-লও ত্বরা মুছে
ওগো বন্ধু, ফিরে চেওনা পিছে।
ভুলে যাও দুঃখ ব্যথা না বলা স্মৃতি-কথা
ছিড়ে ফেল বিরহের করুণমালা।
বিষাদ আঘাত অসহন ক্ষণে
চলো সংযম কান্তি প্রসন্ন বদনে
তমসার পথে আশার দীপ জ্বালিয়ে
কন্টক বিছানো পথে প্রেমফুল ছড়িয়ে
জীবনের যত বাঁধা, মাড়িয়ে অবিরত
হউক তোমার পদাঘাতে শত বিক্ষত।
নাহি নাহি ভয় হে অক্ষয়,
তোমার হবেই হবে জয়
ঈশ্বর তোমার অভয়।

আলোচিত সংবাদ

৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঢাকায়

আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ বছরের মধ্যে শনিবার (১৫ এপ্রিল) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এমন অসহনীয় গরম গতকাল রাজধানীর বাইরেও বয়ে গেছে। চুয়াডাঙ্গায় গত ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪২ দশমিক ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা তাপ প্রবাহে রাজধানীসহ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় অসহনীয় গরম অনুভূত হচ্ছে। রমজানের মধ্যে এমন দাবদাহ কষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছে রোজাদারদের। আবহাওয়াবিদরা বলেছেন, চলমান তাপ প্রবাহ থাকবে আরও কয়েকদিন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর এটি দেশের সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা। এর আগে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। আর ১৫ এপ্রিল শনিবার ঢাকার তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ৪০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অতিষ্ট গরমে হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে এবং আরও নানা রোগেও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এছাড়া কোথাও কোথাও সড়কের পিচ গলে যাওয়ার খবর এসেছে।

শ্রদ্ধা ভালোবাসায় সিক্ত হলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে দেবদারু গাছ। তার পাশেই গগণশিরীষ গাছ মাথা উঁচু করে আছে। এর ছায়াতরে কারো কাপড়ে মোড়া অস্থায়ী সামিয়ানা। সেখানেই রাখা হয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মরদেহ। চৈত্রের রোদ্দুরে সেই মরদেহকে সম্মান জানাতে ঠাঁয় দাঁড়ানো মানুষের লম্বা সারি। ফুলের ডালা নিয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, বিশিষ্ট নাগরিক ও রাজনীতি বিদদের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার (১৩ এপ্রিল) বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে এভাবেই জড়ো হয়েছিলেন হাজারো মানুষ। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্টাতা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। ঢাকা জেলা প্রসাশনের পক্ষ থেকে এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) হেদায়েতুল ইসলাম্। এরপর বেলা আড়াইটায় রাজধানীর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর তৃতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

গড় আয়ু কমেছে, বেড়েছে মৃত্যুহার

করোনা মহামারি সহ অন্যান্য কারণে দেশের মানুষে প্রত্যাশিত গড় আয়ু প্রায় ছয় মাস কমেছে। ৭২ বছর আট মাস থেকে কমে তা হয়েছে ৭২.৩ বছর। একই সঙ্গে বেড়েছে মৃত্যুহার। সোমবার (১৭ এপ্রিল) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত 'মনিটরিং দ্য সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস অব বাংলাদেশ' জরিপের ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। বিবিএসের জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশি মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু এখন ৭২.৩ বা ৭২ বছর চার মাস। আগের বছর ২০২০ সালে গড় আয়ু ছিল ৭২.৮ বছর। এতে বর্তমানে ০.৫ বছর বা প্রায় ছয় মাস গড় আয়ু কমেছে।

১৪ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১০,২৫৭ কোটি টাকা

এপ্রিলে প্রথম দুই সপ্তানে রেকর্ড রেমিট্যান্স আসছে দেশে। গত ১৪ দিনে এসেছে ৯৫ কোটি ৮৬ লাখ ৯০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি এক ডলার ১০৭ টাকা ধরে) যার পরিমান ১০ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। প্রতিদিন আসছে ৬ কোটি ৮৫ লাভ ডলার ৭৩২ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। চলতি (২০২২-২৩) অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাই ও দ্বিতীয় মাস আগস্টে টানা দুই বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স এসেছিল্ এরপর টানা ছয়মাস কেটে গেলে দুই বিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে পৌছাতে পারেনি রেমিট্যান্স। অবশেষে অর্থবছরের নবম মাস মার্চে এসে আবারও ঘুরে দাঁড়ায় রেমিট্যান্স। অতিক্রম করে দুই বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক।

রাষ্ট্রপ্রতির সঙ্গে প্রদানমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রবিবার (১৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। রাষ্ট্রপতির প্রেসসচিব মো. জয়নাল আবেদীন জানান, সাক্ষাৎকালে তাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক সময়ে কাতার সফর নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রপতি তার দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করায় রাষ্ট্রপতি হামিদকে অভিনন্দন জানান। এর আগে সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে এসে পৌছালে রাষ্ট্রপতি ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ইফতার ও মোনাজাতে অংশ নেন।

ঢাকার বাইরে তীব্র লোডশেডিং নাকাল জনজীবন

কয়লা না থাকার কারণে এর আগে পরপর দুইবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল দেশের অন্যতম বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রামপাল। তীব্র গরমে যখন জনজীবনে নাভিশ্বাস তখন আবারও বন্ধ হয়ে গেছে এই কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের বিদুৎ উদপাদন। এবার কয়লা সংকট নয় বরং টারবাইন গরম হয়ে টিউব বিস্ফোরণ হয়ে গত ৮ তারিখে বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ উৎপাদন। ফলে এই কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে না অন্তত ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। একই দিন থেকে বন্ধ রয়েছে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদনও। ফলে আশুগঞ্জ ইস্ট ইউনিট থেকে জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে না ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এই দুই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে না অন্তত ১৪২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ফলে জোড়াতালি দিয়ে রাজধানীর বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার তীব্র চেষ্টার কারণে লোডশেডিং চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুন্যগঞ্জ, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইলসড অন্য এলাকার বাসিন্দাদের। পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে থাকলেও মুখ খুলছে না বিদ্যুৎ বিভাগ।

- মানব কণ্ঠ, কালের কণ্ঠ, দৈনিক জনকণ্ঠ

পাওয়া যাচ্ছে!
পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

জনপ্রিয় লেখিকা জেন কুমকুম ডি'ক্রুজের "মাঘ ফাগুনের গল্পগাথা" বইটি প্রতিবেশী প্রকাশনীতে পাওয়া যাচ্ছে

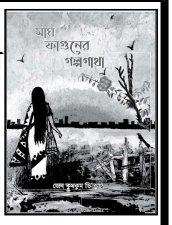

বইটির মূল্যঃ ২০০ টাকা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

নীরব আত্মত্যাগে ধর্মসংঘী ব্রাদারগণ ভ্রাতৃত্বের সাক্ষ্য বহন করে

- পোপ ফ্রান্সিস

গত শুক্রবারে (১৪/৪) পোপ ফ্রান্সিস ইতালির মিলান আর্চডায়োসিসের ধর্মসংঘী ব্রাদারদের একটি ছোট প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রস্তুতকৃত সহভাগিতায় পোপ মহোদয় পুরুষ সন্ন্যাসব্রতী ধর্মপ্রদেশীয় অবলেট ব্রাদারদের সাথে উৎসর্গীকৃত জীবনের তিনটি দিকে বিশেষ জোর দেন। সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদাররা সংখ্যায় কম হলেও মণ্ডলীতে বিশেষ সাক্ষ্য দান করছেন বলে পোপ মহোদয় তাদেরকে প্রশংসা করেন।

মঙ্গলসমাচারীয় ভ্রাতৃত্ব: পোপ মহোদয় বলেন, ব্রাদারগণ আহ্বান পেয়েছেন মঙ্গলসমাচার অনুসারে ভ্রাতৃত্বের সাক্ষ্য বহন করার জন্য এবং তারা প্রৈরিতিক কাজের চেয়েও বেশি ভাই হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। 'ভ্রাতৃত্ব' গঠিত হয় জীবনের বাস্তব ধরণের সাথে যা স্থিতিশীল কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন উপায়ে তার ব্যক্তিত্ব, সহজাত গুণসমূহ ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বাস করতে পারে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, ভ্রাতৃত্ব সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদারদেরকে অবশ্যই 'অভ্যন্তরীণ আনন্দ' দান করবে; কেননা তা তাদেরকে অনন্যভাবে যিশুর মতো হয়ে ওঠতে সাহায্য করবে। সকলের কাছে 'ভাই' হয়ে ওঠা যিশুর দেহধারণের একটি যথার্থ দিক।

বিনম্র সেবা: ব্রাদারদের অবলেট (Oblates) পরিচয় নিয়ে পোপ মহোদয় অনুধ্যান রাখতে গিয়ে বলেন, 'Oblates' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'oblatio' অথবা (oblation) থেকে উৎসর্গ, অর্থাৎ সেবাতে নিজেকে নিবেদন। পোপ মহোদয় বলেন, যিশু সকলের সেবক হয়ে এসেছেন, কিন্তু তিনি এমনভাবে সবকিছু করেছিলেন যা মানুষের প্রশংসা এড়িয়ে গিয়েছিল। তাই আমাদের সেবা হলো লুকায়িত, নম্র এবং কখনো কখনো অপমানিত হবার। আমরা যেমনি এ পথটি জানি, তা প্রত্যেকজন খ্রিস্টানেরও জানার কথা। ধর্মপ্রদেশীয় অবলেট ব্রাদারগণ ক্যারিজম রূপে এই ধরনের সেবা উপভোগ করেন এবং যার কারণে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে বিশেষ অভ্যন্তরীণ আনন্দ লাভ করেন। তিনি মা মারীয়ার উদাহারণ টানেন যিনি তাঁর জ্ঞাতি বোন গর্ভবতী এলিজাবেথকে সাহায্য করতে যান। পোপ মহোদয় আরো বলেন, 'মা মারীয়ার জন্য কোন চিত্রগ্রাহক বা সাংবাদিক অপেক্ষা করেননি। শুধুমাত্র আনন্দই ছিল এই দিকটির মধ্যে যা শুধুমাত্র প্রভু জানেন। এটিই সেবার পরম সুখ।

নির্দিষ্ট স্থান ও ব্যক্তির প্রতি বিশ্বস্ততা: শেষে পোপ মহোদয় দলীয় পরিচয় 'ধর্মপ্রদেশীয়' ব্রাদার এর গুরুত্বের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি অবলেট ব্রাদারদের বিশ্বস্ততা ও নম্রতার প্রশংসা করেন যারা একটি নির্দিষ্ট ডায়োসিস বা আঞ্চলিক এলাকায় পরিষেবা দেন। পোপ মহোদয় বলতে থাকেন, কখনো কখনো আমরা বিশ্বকে বাঁচাতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে বলেন, তোমরা তোমাদের সেবায়, এই মানুষগুলোর প্রতি, এই ভালো কাজের প্রতি বিশ্বস্ত হও। যিশু ইস্রায়েলের হারানো মেষটিকে বাঁচাতে এসেছিলেন এবং তাঁর জন্য পিতার প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা পরিপূর্ণভাবেই প্রকাশ করেছেন। পোপ মহোদয় ভালোবাসার আইনের উপর জোর দেন; যা মিলানের ডায়োসিসান অবলেট ব্রাদার ও প্রত্যেকজন খ্রিস্টানকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমরা বিমূর্তভাবে মানবতাকে ভালোবাসতে পারিনা। আমরা এইব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। বিশ্বস্ততা সত্যিই একটি বিরল উপহার।

নাইজেরিয়াতে ইসলামী উগ্রবাদীদের দ্বারা ৫০ হাজারের অধিক খ্রিস্টান নিহত

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বোকো হারাম নামক ইসলামি উগ্রবাদী দলের আবির্ভাবের পর থেকে বিগত ১৪ বছরে নাইজেরিয়াতে ৫২,২৫০ জন খ্রিস্টানকে নিহত করা হয়েছে বলে সম্প্রতি ' নাইজেরিয়ার খ্রিস্টান সাক্ষ্যমরণ/(Martyred Christians in Nigeria) শিরোনামে একটি বেসরকারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি নাইজেরিয়ায় অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর সিভিল লিবার্টিস এণ্ড রুল অফ ল (International Society for Civil Liberties and Rule of Law (Intersociety) প্রকাশ করেছে যারা ধর্মীয় নির্যাতন ও ধর্ম ভিত্তিক বিভিন্ন রকম সহিংসতা নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান করে।

নাইজেরিয়াতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত ৫২,২৫০ জন খ্রিস্টান নিহত: অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিগত ১৪ বছরে নাইজেরিয়াতে কমপক্ষে ৫২,২৫০ খ্রিস্টানকে ইসলামী উগ্রবাদীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। যার মধ্যে ৩০ হাজারের মৃত্যু হয় নাইজেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বুহারীর শাসনামলে। দেশে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করতে যে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেননি তাকে এই অভিযোগে প্রায়ই অভিযুক্ত করা হয়।

১৮,০০০টি গির্জায় আগুন দেওয়া হয়: বিগত ১৪ বছরে ১৮ হাজার গির্জায় ও ২,২০০টি খ্রিস্টান স্কুলে আগুন দেওয়া হয়েছিল। আনুমানিক ৩৪ হাজারের মতো মধ্যপন্থী মুসলমানকেও উগ্রবাদী ইসলামপন্থীরা হত্যা করে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের চিত্রও ভালো নয়। বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইতোমধ্যে ১০০০ জন খ্রিস্টানকে হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে ৭০৭ জন খ্রিস্টানকে অপহরণ; যার মধ্যে ২০০ অপহরণ কর্ম সংগঠিত হয় নাইজার প্রদেশে। ১৪ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আদুনোতে ১০০জনকে অপহরণ করা হয়। কাদুনোতে কমপক্ষে ১০১টি খ্রিস্টান-বিরোধী অপহরণ নথিভুক্ত করা হয়েছে। অপহরণপ্রবণ রাজ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে কাটসিনা, তারাবা, এডো, ওগুন, নাসারাওয়া, কোগি, বোর্নো, এয়াবে এবং আদাওয়ামা বাউচি, এনগু, ইমো, কেব্বি, গোম্বে, বেয়েলসা এবং ক্রস রিভার।

বোকো হারাম এবং ফুলানি মুসলিম নৃগোষ্ঠী: বোকো হারাম জঙ্গী গোষ্ঠীরাই শুধু নয় ফুলানি মুসলিম নৃগোষ্ঠীর জনগণও খ্রিস্টানদের জীবন ঝুঁকির কারণ; কেননা তারা উগ্রবাদী ইসলামী দলগুলোতে যুক্ত হচ্ছে। হামলার ফলে খ্রিস্টানগণ ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। ইন্টারসোসাইটির প্রতিবেদন জানাচ্ছে, প্রায় ৫ মিলিয়ন খ্রিস্টানকে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে যারা দেশের অভ্যন্তরে এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সীমান্তে শরণার্থী শিবিরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

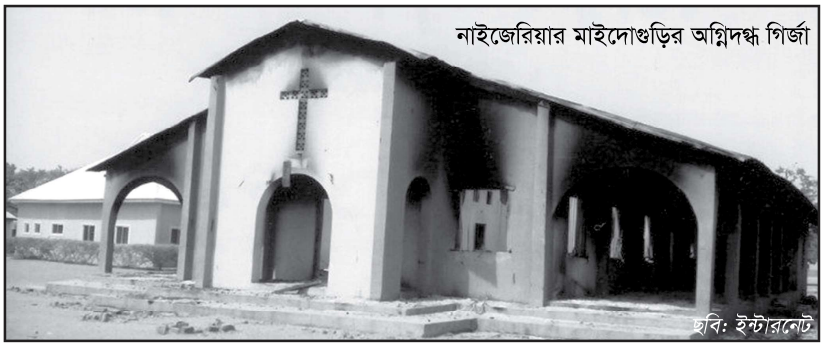
নাইজেরিয়ার মাইদোগুড়ির অগ্নিদগ্ধ গির্জা
ছবি: ইন্টারনেট

ইন্টারসোসাইটির প্রতিবেদনটি বলছে, আফ্রিকার মধ্যে নাইজেরিয়া খ্রিস্টানদের জন্য সবচেয়ে বিপদজনক দেশ। ওপেন লিস্ট নামে আরেকটি প্রতিবেদনও একই কথা বলেছে। সারা বিশ্বে যত খ্রিস্টানদের হত্যা করা হয় তারমধ্যে নাইজেরিয়াতেই সংগঠিত হয় ৮৯%। নাইজেরিয়াতে খ্রিস্টবিশ্বাসের জন্য যারা নির্যাতিত হচ্ছেন তাদের কণ্ঠকে জাগ্রত করতে চার্চ ইন নীড সহায়তা করে চলেছে॥

- তথ্যসূত্র : news.va

বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

কেওয়াচালা, গাজীপুর

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটি ও গামাসা আঞ্চলিক পালকীয় পরিষদের যৌথ উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২৪ মার্চ কেওয়াচালা ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে গামাসা আঞ্চলিক পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল ক্রুশের পথ। অতপর সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ- এর পরিচালনায় শিশু ও এনিমেটররা আনন্দ র‍্যালী করে গির্জার হলরুমে প্রবেশ করে। ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, ফাদার জন পাওলো এবং ফাওকাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ম্যাক্সওয়েল সবার উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। মূলসুরের উপর ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ-এর পরিচালনায় এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। এরপর শিশুদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন খেলা-ধূলার আয়োজন করা হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার জন পাওলো, ফাদার ম্যাক্সওয়েল এবং ফাদার লিয়ন রোজারিও। খ্রিস্টযাগের পর কেওয়াচালা ধর্মপল্লীর সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার লিয়ন রোজারিও সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১৫১ জন শিশু, ৫ জন এনিমেটর, ৭জন সিস্টার এবং ৪জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

কেওয়াচালা ও তুমিলিয়াতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনের একাংশ

তুমিলিয়া, গাজীপুর

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে "মিলন ও একতার উৎস যিশু, ভালোবাসেন সকল শিশু"- এই মূলসুরের আলোকে বিগত ২৫ মার্চ রোজ শনিবার তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল অত্র ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ ও ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পিএমএস পরিচালক ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া এর শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং শিশুদের অংশগ্রহণে জীবন্ত ক্রুশের পথ। ফাদার শ্যানেল মূলসুরের উপর সহভাগিতা উপস্থাপন করেন। পরে সকলে মিলে র‍্যালী করে গির্জা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। গির্জাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে শিশু ও এনিমেটররা পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা ও পাপস্বীকার করে। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া। খ্রিস্টযাগের পর পাল-পুরোহিত ও ফাদার মিল্টন কোড়াইয়া সবার উদ্দেশে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এনিমেটর ও শিশুদের মাঝে যিশু ও মা-মারীয়ার ছবি উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যদিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য সেমিনারে ৩০০ জন শিশু, ৫০ জন এনিমেটর, ৫জন সিস্টার এবং ৪জন ফাদার অংশগ্রহণ করেন॥

বনপাড়া, রাজশাহী

হৃদয় পিউরীফিকেশন ▯ "শিশুদের সাথে পথ চলি, প্রভু যিশুর গল্প বলি" এই মূলসুর নিয়ে গত ২৬ মার্চ লূর্দের রাণী মারীয়া ধর্মপল্লী, বনপাড়াতে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট ১৩০ জন ছেলেমেয়ে এবং ২০ জন এনিমেটর উপস্থিত ছিল। সকাল ৯ টায় রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে 'শিশু মঙ্গল দিবস' শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বাইবেল পাঠ, গান পরিচালনা, সেবক, উদ্দেশ্য প্রার্থনা সবকিছুতেই শিশুরাই অংশগ্রহণ করে। পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবসে শিশুদের উদ্দেশ্য খ্রিস্টযাগ উৎর্সগ করেন ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং সহার্পিত যাজক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার পিউস গমেজ। উপদেশবাণীতে ফাদার দিলীপ এস. কস্তা প্রত্যেক মা-বাবাকে মোবাইলের পরিবর্তে শিশুদেরকে গল্প বলতে উৎসাহী করেন এবং শিশুদের প্রার্থনা শেখাতে, রবিবার এ খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করাতে বলেন। খ্রিস্টযাগের পরে শিশুদের নিয়ে আনন্দর‍্যালী করা হয়। টিফিনের পরে শিশুদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন, সাগর মারান্ডী, পালক পুরোহিত ফাদার দিলীপ এস কস্তা এবং ফাদার পিউস গমেজ। পরিশেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবসের সমাপ্তি হয়॥

‘প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা, বনপাড়া ধর্মপল্লী’

হৃদয় পিউরীফিকেশন ▯ গত ২৩-২৫ মার্চ কারিতাস বাংলাদেশের টিসিআরপি প্রকল্পের আয়োজনে “হাতে হাত ধরে চলরে” মূলসুরকে কেন্দ্র করে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ মার্চ মূল বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। বিশপ মহোদয় তার সহভাগিতায় বলেন, “প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের জন্য এ ধরনের প্রোগ্রাম অনেক সহায়তা করে তাদের বিকশিত করতে। বিকালে গ্রাম পরিদর্শন, আলোক শোভাযাত্রা এবং রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। তৃতীয় দিন ২৫ মার্চ সহভাগিতা করেন বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি। তিনি তার সহভাগিতার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের আলোর পথে চলার অনুপ্রেরণা যোগান। দুপুরে সমাপনী খ্রিস্টযাগ ও মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে॥

পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহে সাধু যোসেফের পর্ব

নিবিড় আন্তনী রোজারিও ▯ গত ১৮ মার্চ, ২০২৩ রোজ শনিবার সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয়। প্রস্তুতি স্বরূপ ৯ দিন সাধু যোসেফের ৯টি গুণাবলী নিয়ে নভেনা প্রার্থনা করা হয়। পর্বদিনের মূলভাব ছিল **সাধু যোসেফ :** আমার বন্ধু (St. Joseph : My Friend) উক্ত দিন উপস্থিত ছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের মহাসংঘনায়ক **ব্রাদার পল বেনারজিক** (Br. Paul Bednarczyk) **সিএসসি**, সংঘের মহাসংঘ মন্ত্রণাপরিষদ, সাধু যোসেফ সংঘপ্রদেশের প্রদেশপাল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, যিশুর পবিত্র হৃদয় সংঘপ্রদেশের প্রদেশপাল ফাদার জর্জ কমল রড্রিকস সিএসসি, সিস্টার ভায়োলেট রড্রিকস, সিএসসি, এলাকা সমন্বয়কারী, এশিয়া এবং বিভিন্ন গঠনগৃহের প্রার্থীরা। প্রার্থনার মাধ্যমে পর্বীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়, অতপর মূলভাবের উপর ভিত্তি করে ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু, সিএসসি সহভাগিতা করেন। এরপর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ইম্মানুয়েল কাল্লারাকাল সিএসসি । খ্রিস্টযাগের উপদেশ প্রদান করেন ব্রাদার পল। খ্রিস্টযাগের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাধু যোসেফের গুণাবলী নিয়ে প্রতিটি গঠন গৃহ থেকে একটি করে পরিবেশনা থাকে। পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহের ভাইদের স্বাগতম নাচের তালে তালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি, পরিচালক, পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ এবং আরো বক্তব্য রাখেন সংঘপ্রদেশপালগণ ও এলাকা সমন্বয়কারী। সর্বশেষে, আহারের মাধ্যমে পর্বীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

‘কুমরুল গির্জার প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন’

হৃদয় পিউরীফিকেশন ▯ গত ১৯ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার বনপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত কুমরুল গির্জা প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব ও পাহাড়িয়াদের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুরুতে নয়টি প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে সাধু যোসেফের গুণাবলী স্মরণ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ এবং সহার্পিত যাজক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার পিউস গমেজ। খ্রিস্টযাগে ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ সাধু যোসেফের আর্দশ নিয়ে পরিবার জীবন গঠন সম্পর্কে বলেন। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার ও সিস্টারগণকে ফুল দিয়ে পর্বীয় শুভেচ্ছা জানানো হয়। অতঃপর দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন

পিউস ডি'কস্তা ▯ পাদ্রীশিবপুর পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া ধর্মপল্লীতে গত ৩১ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার ‘বার্ষিক পালকীয় সম্মেলন-২০২৩’ প্যারিশ কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূলভাব ছিল: ‘মিলনধর্মী সমাজে, বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় এক সঙ্গে পথ চলা’। সম্মেলন শুরু হয় আমন্ত্রিত অংশগ্রহণকারীদের আগমন, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, স্বাক্ষর গ্রহণ এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, ধর্মপাল,

বরিশাল ধর্মপ্রদেশ এবং সহকারী হিসাবে ছিলেন ফাদার রবার্ট দিলীপ গমেজ সিএসসি, ফাদার গাব্রিয়েল খোকন নকরেক সিএসসি, ফাদার স্যামুয়েল মিন্টু বৈরাগী, ফাদার পলাশ হালদার। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, লরেটো সিস্টার প্রতিনিধি, এলএইচসি সিস্টারগণ, পালকীয় পরিষদ সদস্য/সদস্যাবৃন্দ, সকল ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারি এবং গ্রামের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ মোট ৪০ জন।

মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিশপ মহোদয় এবং মাটিভাংগা ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার পলাশ হালদারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। মোমবাতি প্রজ্বালন করে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। শুভেচ্ছা ও স্বাগত বক্তব্য দেন ফাদার রবার্ট গমেজ সিএসসি। মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন বিশপ ইম্মানুয়েল। বক্তব্যের পরে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন নামে চারটি দলে বিভক্ত করা হয়। দুইটি প্রশ্নের উপর ছিল দলীয় আলোচনা ও রিপোর্ট পেশ। মুক্ত আলোচনায় পাদ্রীশিবপুর গ্রামের জমি-জমা নিয়ে চলমান বিরোধ-বিবাদ, মিশ্র বিবাহের কুফল ও দু'একটি অনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিশদ আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়। ফাদার রবার্ট দিলীপ গমেজ, সকলের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনার

মাগ্রেট জ্যোৎস্না গমেজ ▯ বিগত ১ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস সিএইচ-এনএফপি মিরপুর অফিসে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের সন্তানদের জন্য প্রায়শ্চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে প্রকল্পের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সুবিধাভোগীরা কারিতাস সিএইচ-এনএফপি অফিসে উপস্থিত হয়। এ বছরের প্রায়শ্চিত্তকালীন আধ্যাত্মিক সেমিনারের মূলসুর ছিল "একসাথে পথ চলি, মিলন সমাজ গঠন করি"। আধ্যাত্মিক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সুব্রেশ জর্জ কস্তা, অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও মূলবক্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ ওমএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা। গান ও প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। তিনি উল্লেখ করেন যে পৃথিবীতে এইডস আক্রান্তদের সংখ্যা বেড়েছে। প্রায় ৩০% আক্রান্ত ব্যক্তি সনাক্ত হওয়ার বা চিকিৎসার বাইরে রয়ে গেছে। এরপর বক্তব্য রাখেন সুব্রেশ জর্জ কস্তা। আধ্যাত্মিক সেমিনারে আগত বিশেষ অতিথি ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা সংক্ষিপ্ত সহভাগিতা করেন, তিনি বলেন পোপ মহোদয় তার একটি বইতে উল্লেখ করেছেন যে আমরা যখন কষ্ট করি তখন নিজের জন্য করি না, অন্যের জন্য কষ্ট করি।

আধ্যাত্মিক সেমিনারের প্রধান অতিথি ও সেমিনারের মূলবক্তা মূলসুরের আলোকে বিশেষ সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন যে এই আধ্যাত্মিক সেমিনারে আসলে তার অন্তর তৃপ্ত হয়, মিলন সমাজ তখনই গঠন করা যাবে যদি আমরা একসাথে চলি, একসাথে চিন্তা করি, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করি, মিলন সমাজ গড়ে তুলি। আমরা হলাম ভাই-বোন, মণ্ডলী হলো অতিথীপরায়ন গৃহ যেখানে সবার স্থান আছে, সবার মর্যাদা আছে। আধ্যাত্মিক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে তিনজন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

মাগ্রেট জোৎস্না গমেজ আগত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের সদস্য এবং সিএইচ-এনএফপি অফিসের সকল কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

এইডস আক্রান্ত ১৫টি পরিবারের মোট ২৬ জন সদস্য অনুষ্ঠানে এবং সিএইচ-এনএফপি অফিসের মোট ১০জন স্টাফ অংশগ্রহণ করেন। আগত পরিবারের সদস্যদের পাপস্বীকার ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন মহামান্য আর্চবিশপ ও ফাদার॥

দশম বার্ষিক সাধারণ সভা

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি) -এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ০৩ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ (শুক্রবার) সন্ধ্যা ৭:৩০-৯টা পর্যন্ত তেজগাঁও গির্জা প্রাঙ্গনের মাদার তেরেজা ভবনে অবস্থিত ঢাকা আর্চডায়োসিস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবিসিডি-র চ্যাপলেইন ও শোলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপিসকপাল স্বাস্থ্য কমিশনের সম্পাদিকা মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। শুরুতেই প্রধান ও বিশেষ অতিথিদ্বয় আসন গ্রহণ করেন। হাউজের সর্বসম্মতিক্রমে ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজকে কে সভার কার্যবিবরণী রক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। তিনি তার বক্তব্যে বিগত দুই বছরের কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। এরপর সভার প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি

দ্বয় বক্তব্য প্রদান করেন। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নবম বার্ষিক সাধারণ সভার সকল ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এরপর নতুন কার্যকরী পরিষদ (২০২৩-২০২৫) গঠনের লক্ষ্যে একটি দুই সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় যাতে আহ্বায়ক ও সদস্য হিসেবে ছিলেন যথাক্রমে ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি' কস্তা এবং মিসেস লিলি আন্তনীয়া গমেজ। সভায় উপস্থিত ১১ জন সদস্য-সদস্যার প্রত্যক্ষ মতামতের ভিত্তিতে নতুন কার্যকরী পরিষদ (২০২৩-২০২৫) গঠিত হয়। পরিষদের সদস্যরা হলেন- সভাপতি - ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সাধারণ সম্পাদক- ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা, কোষাধ্যক্ষ- ডা. আলবার্ট রোজারিও পবন, সদস্য- ডা. ফ্রান্সিসকা রিনিক গমেজ ও ডা. সিলভিয়া স্যান্ড্রা রিবেরু, মনোনীত সদস্য- ডা. চার্লস অনিক গমেজ ও ডা. ফালগুনী পেরেরা। নির্বাচন কমিশনের দুই সদস্য নতুন কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এরপর নতুন পরিষদের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা। সমাপনী প্রার্থনা করেন ফাদার ড. লিন্টু ফ্রান্সিস ডি কস্তা। সব শেষে দশম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও॥

চড়াখোলা ক্রেডিট সংবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▯ "ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেণ্ডার বৈষম্য করবে নিরসন" এই প্রতিপাদ্যের উপর ভিত্তি করে এবার ১০ মার্চ চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট পালন করলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৩। সকাল ৮:৩০ মিনিটে ক্রেডিটের নতুন ভবনে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার যাকব স্বপন গমেজ এর পরিচালনায় পবিত্র ক্রুশের পথ এবং খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিনটি শুরু হয়। এরপরই আনন্দ র‍্যালী করে প্রায় দুই শতাধিক নারী আবারও অনুষ্ঠান স্থলে আসে। এসময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সভার সম্মানিত সভাপতি কমল উইলিয়াম গমেজ, প্রধান অতিথি ফাদার যাকব স্বপন গমেজ, প্রধান বক্তা মিসেস বার্থা গীতি বাড়ৈ, সমিতির উপদেষ্টা দিলীপ টমাস রোজারিও, পঙ্কজ প্লাসিড পেরেরা, রুমী প্রধান, মিষ্টি পেরেরা, চম্পা পেরেরা, মেরী কোড়াইয়া। আসনগ্রহণ পর্বের পর মঞ্চের সকল অতিথি ও নেত্রীবর্গসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল নারী পুরুষকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ও নৃত্যের মধ্যদিয়ে বরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা শুরু হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে নারী জাগরণ, নারীর স্বাধীনতা, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গণে নারীর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, ভূমিকা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হয়। সমিতির চেয়ারম্যান চড়াখোলা ক্রেডিট এবং গ্রামের সকল ইতিবাচক কর্মকাণ্ডে নারীদের জোরালো ভূমিকা প্রত্যাশা করে বলেন, নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উন্নয়নই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। নারীকে অবশ্যই পুরুষের পাশাপাশি কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ের মধ্যেই নারীদের অংশগ্রহণে নৃত্য, জাগরণের গান, আবৃত্তি ও গীতিনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। এসময় চড়াখোলা গ্রামের জাগরীত নারীবৃন্দ একটি সমন্বিত নারীবান্ধব জারিগান মঞ্চস্থ করেন। অর্ধদিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মিষ্টি পেরেরা, বন্দনা রোজারিও ও ল্যানী প্রধান। সর্বশেষ পালক পুরোহিত ফাদার যাকব স্বপন গমেজ এর বিশেষ ধন্যবাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

ফোরাম 'বন্ধন' এর দশম বর্ষপূর্তি পালন

রিকসন টমাস কস্তা ▯ বিগত এপ্রিল ১৫, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শনিবার, ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর অবলেট জুনিয়েরেট এ রাঙ্গামাটিয়া যীশুর পবিত্র হৃদয় ধর্মপল্লীর যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, সেমিনারীয়ান ও গঠনপ্রার্থীদের ফোরাম 'বন্ধন' এর দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। এ দিনের কর্মসূচীতে প্রথমেই ছিলো প্রার্থনা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। যারা যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে জুবিলী, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ, ক্যাসাক ও একোলাইট লাভ করেছে, পরিসেবক পদে মনোনীত হবে এবং প্রথম বারের মত 'বন্ধন' এর সভায় উপস্থিত হয়েছে, তাদের সকলকে ফুল ও গানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়। তারপর সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা-বক্তব্য রাখেন অবলেট সম্প্রদায়ের ডেলিগেশন সুপিরিয়র ফাদার অজিত ভিক্টর কস্তা, ওএমআই। তারপর দিনের মূলভাব: 'বন্ধন: আহ্বান জীবনে আমাদের একসাথে পথচলার আমন্ত্রণ' সম্পর্কে সহভাগিতা করেন ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা। তিনি বলেন আজ আমরা বন্ধন ফোরমের দশম বর্ষপূর্তি পালন করছি আর আমরা বন্ধনের যে লক্ষ্য সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী থেকে এ পর্যন্ত দুইজন বিশপসহ (প্রয়াত আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা ও বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ) ১৪০ জনেরও বেশি যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারিনী রয়েছে, যাদের মধ্যে এখনো ১২৫ জনের মত জীবিত আছেন, যারা দেশে বিদেশে বাণীপ্রচার ও পালকীয় সেবাকাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ফাদার জ্যোতি এফ কস্তার সহভাগিতার পরে ছিল মুক্তালোচনা। অনেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তাবনা রাখেন। শেষে ফাদার রকি যোসেফ কস্তা ওএমআই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে ছিল পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা এবং রাতের আহার। সেদিন রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর প্রায় ২৫জন ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার ও সেমিনারীয়ান 'বন্ধন' ফোরামের এই দশম বর্ষপূর্তিতে উপস্থিত ছিলেন॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/৬৭২ তারিখ ঃ ১১ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র:	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০১	ট্রেইনী (চুক্তিভিত্তিক)	০৬	অনূর্ধ্ব ৩০ বছর	পুরুষ/ নারী	১৫,০০০/-	- অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন/বাণিজ্য বিভাগে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ বা সিজিপিএ ২.৫ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। - প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার মধ্যে যে কোন সেবাকেন্দ্র/বিভাগে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। - ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। - কম্পিউটার (এমএস অফিস) জ্ঞান থাকা অত্যাবশকীয়।
০2	ট্রেইনী নিউজ রিপোর্টার (চুক্তিভিত্তিক)	০১	অনুর্দ্ধ ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	১৫,০০০/-	- অনুমোদিত কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত হতে হবে। সাংবাদিকতা/কমিউনিকেশন বিষয়ে ডিগ্রী প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। - সংবাদ লিখন এবং লেখালেখিতে ধারণা ও আগ্রহ থাকতে হবে। - ডেস্ক এবং আউটডোরে সংবাদ সংগ্রহ এবং ছুটির দিনে কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। - ফটোগ্রাফিতে দক্ষতা এবং মূলধারার মিডিয়ার সাথে নেটওয়ার্ক থাকা বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। - অফিস প্রোগামসহ পিসি বেইজ কার্যক্রমের ধারণা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে। - সংবাদ পঠন এবং আউটডোরে লাইভ সংবাদ কাভারে আগ্রহী হতে হবে। - শেখার এবং করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। টিমের সাথে কাজ করার ইচ্ছে থাকতে হবে। - নারীদের বিশেষভাবে উৎসাহী করা হচ্ছে।
০৩	পিয়ন কাম ক্লিনার, **মহাখালী সেবাকেন্দ্র** (চুক্তিভিত্তিক)	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ/ নারী	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
০৪	পিয়ন কাম ক্লিনার, **শুলপুর সেবাকেন্দ্র** (চুক্তিভিত্তিক)	০১	অনুর্ধ্ব ৩৫ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

শর্তাবলীঃ-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। প্রতিষ্ঠানের কর্ম এলাকায় যে কোন জায়গায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। সমিতির প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৯। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
১০। আবেদন পত্র আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১১। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারি-দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
লিটন টমাস রোজারিও
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫

বিজ্ঞ/১৩৬/২৩

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত উষারাণী রোজারিও

জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত : স্বামী রেজিন্যাল্ড ডি'রোজারিও
ডাঙ্গীর বাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

তিনটি বৎসর পার হয়ে গেল 'মা' তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। আমাদের দশ ভাইবোনদের সর্বদা তোমার আঁচলে আগলে রেখেছিলে বুঝতে দাওনি প্রকৃত ভালোবাসার অভাব। তোমাকে ঘিরে আমরা সব ভাই-বোন এক হতাম, কত আনন্দ করতাম তাই আজ, তোমার এই শূণ্যতা আমাদের হৃদয়ে বড় বাজে। বিশেষভাবে আমরা যারা তোমার খুব কাছাকাছি কিংবা সঙ্গে ছিলাম-ক্লান্ত হয়ে বাইরে কিংবা অফিস থেকে এসে যখন তোমার শান্ত হাসিমুখ খানা দেখতাম তখন বড় শান্তি পেতাম। তাই বুঝতে পারিনি আগে, তোমার নিরব উপস্থিতি এবং তোমার মধুর কণ্ঠস্বর সর্বদা আমাদের এক পবিত্র অদৃশ্য ভালবাসায় আবৃত করে রেখেছিলো। এখন আর কেউ নেই আমাদের মনের কথাগুলি শুনার এবং বিশ্বাস ভরা সান্ত্বনার বাণী শুনাবার। বড় বেশি আস্থা ছিল তোমার ঈশ্বরের উপর এবং সর্বদা আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে, তাই তো আমরা ছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে। এখন বড় ভয় হয় 'মা' ভীষণ অসহায় হয়ে গেলাম আমরা। হৃদয় গহীনে তোমার শূন্যতা গুমড়ে-গুমড়ে কাঁদছে, চোখে আমাদের কারো জল নেই। কিন্তু এক চাপা ব্যথায় আমাদের হৃদয় সর্বদা কাঁদছে এবং সর্বদা যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই তো আমরা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে গেছি 'মা'। বর্তমান এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা আরো ভীত! তুমি এবং বাবা স্বর্গ থে-কে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং যত্ন নাও, সান্ত্বনা দাও যেন বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে, সৎভাবে জীবনপথে এগিয়ে যেতে পারি– তোমার কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি।

শোকসন্তপ্ত পরিবার

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-রেমণ্ড, জয়ছি-রবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি
নিশুতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিঠু-মালা, আশীষ-কবিতা, তাপস, হিমেল-প্রত্যাশা
নাতি ও নাতি বৌ : রূপম-এ্যানি, রেসি-অতশি, আর্থার, ক্যারল, ম্যানি
নাতনী ও নাতনী জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, চেইজ, রঙ্গন, ঈশান, এছিয়া ও রাজ্য।

বিজ্ঞ/১৩৮/২৩

আর্নেষ্ট আলম ডি. কস্তা

সূর্যোদয় : ১ মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত : ১২ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন (যোহন ১১:২৫)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, ...
যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়, ...
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা, নিরালায় নিভৃতে বসে নীরবে শুনি তোমার মধুর কণ্ঠে গেয়ে যাওয়া কত গান।
বাতাসে ধ্বনিত রণিত কত কথা, পথ চেয়ে দেখি মন্থর গতিতে হেঁটে চলার অপূর্ব ছবি।
কে বলে তুমি নেই? তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় গভীরে।
তোমার পদচিহ্ন, হাতের ছোঁয়া, মধুর দৃষ্টি- সে তো চির জাগ্রত, চির জীবন্ত নীলাকাশের উজ্জ্বল তারার মত।
স্বর্গরাজ্যে তুমি রয়েছ পবিত্র ত্রিত্বের জয়গানে চির মুখরিত।
বাবা, তুমি মাকে ও তোমার সন্তানদের, নাতি-নাতনীদের, পুতি-পুতিনদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করো।

স্ত্রী : ফিলোমিনা নির্মলা গমেজ
ছেলে ও বৌমা : লরেন্স ডি. কস্তা ও এলিজাবেথ গমেজ
ছেলে : পঙ্কজ ডি. কস্তা
মেয়ে ও জামাই : উষা-প্রয়াত নিকোলাস, রীনা-সুশীল, শুভ্রা- জেমস, শিখা-সুজিত, সিমি- ডেনিস
মেয়ে : সিস্টার রেবা আরএনডিএম এবং সিস্টার মেরী আভা এসএমআরএ
নাতি-নাতবৌ : রুজভেল্ট-লিরা, ভিক্টর-রিমি, সুমন-প্রিয়াংকা, ব্রেইজ-মুমু, সুজন-সুইটি, প্রিন্স-পূজা, জেরী-কৃণা
নাতি-নাতনী : কেলভিন, জেসী, খ্রীষ্টফার, এলিসন, ম্যাথিও, ইভা, এমা, মারিসা, জেইডা, জেইক
পুতি-পুতিন : হৃদী, ক্রেইন, রাহী, এইডেন, নিকসন, অড্রি, লিয়া, এডিনা, ইজাবেলা।

1275 Wantagh Avenue, Wantagh, New York, 11793, USA

বিজ্ঞ/১৪১/২৩

বর্ষ ৮৩ ❖ সংখ্যা - ১৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 14
Regd. No. DA-33
❖ 23 - 29 April, 2023, ১০ - ১৬ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তলোকে চতুর্থ বর্ষ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

প্রয়াত মিস. বেনেডিক্টা গমেজ (বেনাদী দিদি)

জন্ম: ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

হে মহাজীবন, হে মহামরণ ... আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা পরাও পরাও জ্যোতির টিকা ...

তোমার চলে যাওয়ার চতুর্থ বছর।
মহামরণ তোমার মহাজীবনকে মহিমান্বিত করেছে। ম্লান করতে পারেনি কখনও।
জীবনকালে তুমি জ্বেলেছ প্রদীপশিখা, পরিয়েছ জ্যোতির টিকা বহু মানবেরে!
তুমি আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, নিঃসীম শূন্যতার পূর্ণতা।
তুমি আমাদের বিন্দু ও মাত্রা, সকল কাজের পূর্ণতা।
নিত্যকর্মের আবাহনীতে তুমি প্রাণ-প্রেরণা, উদ্যম ও গতিশক্তি,
আমাদের ছায়াতল ও শিরোপা তুমি!
তোমার অমিয় স্নেহধারায় আমরা নিরন্তর সজীব ও সিক্ত।
তোমার আশীর্বাদ ও আদর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয় ও আলোকনির্দেশনা।
আমাদের মনোমন্দিরে তুমি সতত জাগ্রত, পূজিত ও আরাধ্য, স্মৃতিতে ভাস্বর ও অবধারিত মননে।
তোমাকে জানাই হৃদয় নিঃসৃত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সীমাহীন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
অনন্তলোকে অন্তহীন হয়ে মহাশান্তিতে থেকো তুমি পরম পিতার পুণ্য সান্নিধ্যে।

তোমার স্নেহভাজন-

ভাই ও ভাইবউ: যেরোম ও মনিকা গমেজ (মনি)
ভাইপো ও তাদের পরিবার: অজিত-মনিকা ও স্বপ্ন,
অসীম-নিপা ও অংশীতা, অসিত-কাঁকন, অতসী ও সপ্তর্ষি
ভাইঝি: সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি
বেনেডিক্টা ভিলা, তেঁতুইবাড়ী, পো: অ: উলুখোলা, জেলা: গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৩৫/২৩

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org